আমিত্ব ও অনু এর আচরন

কায়েনাতের রহস্যকে আলোকিতকারী ক্বোরআনে হাকিমের তাৎপর্যপূর্ণ একটি সুক্ষভেদকে উন্মোচনকারী "আমি- أنا " ও "অনু- ذرة " থেকে   যেন উদগত একটি "আলিফ" একটি বিন্দু।

এই বাণী দুইটি উদ্দেশ্যে লিখিত। প্রথম উদ্দেশ্য হল "আমি" এর তাৎপর্য ও তার ফলাফলের আলোচনা। দ্বিতীয়টি হল "অনু" এর নড়াচড়া ও তার দায়ীত্বশীলতা নিয়ে আলোচিত।

প্রথম প্রসঙ্গ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

আমি আকাশ পৃথিবী ও পর্বতমালার সামনে এই আমানত পেশ করেছিলাম, অতঃপর তারা একে বহন করতে স্বীকার করল এবং এতে ভিত হল; কিন্তু মানুষ তা বহন করল। নিশ্চয় সে জালেম-অজ্ঞ। (আহযাব ৭২)

আলোচ্য আয়াতের বড় মাপের ভান্ডার থেকে কেবল মাত্র একটি স্বর্ণের প্রতি আমরা ইঙ্গিত প্রদান করব। এটা এরকম যে, আসমান, জমিন, পাহাড় এই কোরআনের দায়িত্ব বহন করা থেকে বিরত থাকাটা এবং আমানতের সহ্য ক্ষমতা বয়ে নেওয়া থেকে ভীতিগ্রস্থতার অসংখ্য কারণ সমূহ থেকে একটি হল, একক ও লক্ষমূলের কারণ স্বরুপ "আনা--أنا -----আমি"। (তাদের মাঝে আমি আমি বলার স্পর্দা নেই।)

হাঁ "আমি"টা হল হযরতে আদম (আ:) এর যুগ থেকে এখন পর্যন্ত মানবজাতীর সর্বদিকে শাখা প্রশাখায় ব্যাপৃত, একটি স্বর্গের সেই আশীর্বাদী তু'বা বৃক্ষের সাথে, ভয়ংকর একটি চুর্নবিচুর্ণকারী জাক্কুম গাছের বিচি স্বরুপ। এই মহান হাকিক্বাতে প্রবেশ করার পূর্বে এ বাস্তবতাকে বুঝে শুনে হাসিলকৃত হবে এমন একটি ভূমিকা আমরা এখন বর্ণনা করছি। এটা এই যে,

'আমি, এটা গোপন এক সঞ্চিত ভান্ডার হওয়া এলাহির গুণীয় নাম সমূহের চাবিকাঠি হওয়ার ন্যায়, এই কায়েনাতের জলাবদ্ধ রহস্যের ও সুইচ হিসেবে একটি লুকায়িত জটিল প্রহেলিকাময় শূত্র। ইহা একটি কিংকর্তব্যবিমূঢ়তার হেঁয়ালী স্বরুপ। ঐ "আমি" এটার তাৎপর্যের পরিচিতির দ্বারা, এই দূর্লব প্রহেলিকা ও ঐ বিস্ময়কর আশ্চর্যজনক সুক্ষ রহস্য হওয়া এই "আমি" কে উন্মোচন করা হয়। এবং কায়েনাতের রহস্যভেদের তরে ও দুনিয়ার আবশ্যকীয় লোকায়িত গোদামকে ও এই আনা (আমি) প্রস্ফুটিত করে। এই বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট আমার আরবি একটি রিছালা যার নাম "শাম্মা" ঐখানে আলোচিত হয়েছে যে, দুনিয়ার কৌশলী চাবিকাঠি মানুষের হাতে ও তার নফসের তরে লাগিয়ে রাখা হয়েছে। কায়েনাতের দরজা সমূহকে বাহ্যিক দৃষ্টিতে খোলা অবস্থায় দেখার বেলায়, মৌলিক দৃষ্টিতে তা তালাবদ্ধ। জনাবে হক্ব, আমানতের দৃষ্টিকোণে মানবকে "আনা" (আমি) নামীয় এমন এক চাবিকাঠি দান করেছেন যে, দুনিয়ার সমস্থ কপাট সমূহকে খুলতে পারে এবং এমন এক রহস্যময় আমিত্ব দান করেছেন যে, কায়েনাতের খালিকের গোপন ভান্ডারকে তারই সাথে আলোকিত, উন্মোচিত হয়। কিন্তু আনা (আমি) নীজে ও অত্যান্ত তালাবদ্ধ এক প্রহেলিকা এবং যার

উন্মুক্ত হওয়া জটিল এক সুক্ষভেদ বৈ কিছু নহে। যদি তার হাক্বিক্বাত, মাহাত্ম এবং তার সৃষ্টির রহস্য জানতে পারে, তাহলে আমিকে বহনকারী ব্যাক্তি নীজে উন্মোচিত হওয়ার ন্যায় কায়েনাত ও উন্মোচিত হবে। এটা এমন যে, মহান প্রকৌশলী হাকিম আল্লাহ, মানুষের হাতে আমানত স্বরুপ, রুবুবিয়াতের গুন ও তত্বপূর্ণ বিষয়াদীর হাকিকাত সমূহকে প্রদর্শন করবেন, পরিচিত করাবেন, এমন ইশারা ও নমুনা সমূহকে বহুমূখী সমুন্নীত এক আনা প্রদান করেছেন। যাতে করে এমন হয় যে, ঐ আনা,একটি এককের পরিমাপক হয়ে পালনকর্তার গুণাগুন সমূহ এবং এলাহীর ব্যাপক বিষয়াদীকে জানতে পারে। কিন্তু এককের পরিমাপকে, কোন উপস্থিত বাস্তবতার দৃশ্যায়ন হওয়াটা আবশ্যক নহে। বরং গাণিতিক কল্পিত আবশ্যকীয় রেখার ন্যায়, আবশ্যম্ভাবী ও ধারণাশক্তির দ্বারা একক পরিমাপকের আকৃতি তৈরী করা সম্ভব। জ্ঞান ও তীক্ষ্নদর্শীতার সাথে বাস্তবিক অস্তিত্য থাকা জরুরী নহে।

প্রশ্নঃ কেন মহান আল্লাহর গুণ ও নামসমূহের পরিচয় উন্মোচনে আনানিয়াত (আমিত্ব) এর সাথে বেষ্টিত, সংযুক্ত করা?

উত্তরঃ তার কারণ হল- মুক্ত, বাধাহীন, এবং ব্যাপক পরিমন্ডল কোন কিছুর পরিসীমা এবং পরিধি না হওয়ার কারণে, এই বস্তুকে আকৃতি প্রদান করা যায় না, এবং তার উপর কোন ভাঁজ এবং কোন প্রতিচ্ছবি দেওয়ার পক্ষে হুকুম প্রদান করা যায় না, তার তাৎপর্যতা কি হতে পারে এটা বুঝানো যায় না। উদাহরণ স্বরুপ- অন্ধকারহীন সার্বক্ষণিক থাকা কোন আলো, জানা যায়না অনুভব করা যায় না। আবার যখনই মৌলিক নতুবা ধারণ প্রসূত কোন অন্ধকার কোন পরিধি যদি প্রকাশ পায়, ঐ সময় আলো ও অন্ধকারে তফাত করা যায়। জানা যায় এটা আলো এটা অন্ধকার।

সুতংরা জনাবে হক্বের ইলিম ও কুদরত, হাকিম ও রাহিম এর মত গুণ ও নামসমূহঃ যা অপরিমিত, সীমানাহীন,শরীকহীন হওয়ার কারণে একইভাবে হুকুম প্রদান করা যায় না, এবং কি-ই-বা হতে পারে বুঝা যায় না। একিভাবে, হাকিক্বি সীমানা এবং পরিধি সমূহ না হওয়ার ধরুন, বাধ্যতামূলক এবং কল্পনাপ্রসুত একটি কিনারাময় রেখা টানা আবশ্যক হয়ে পরে। আর এই কাজটাকে আমিত্ব করে নিতে পারে। সে নীজের মধ্যে এক কল্পিত প্রতিপালক, মালিক, এক ক্ষমতা, এক ইলমের আকৃতি প্রদান করে। একটি রেখার তৈরী করে আঁকে। আর এর সাথে বেষ্টিত গুণসমূহকে একটি কল্পিত সীমারেখার বর্ণনা প্রকাশ করে। সে এই অংশ আমার, তার পরের অংশ অন্য জনের এভাবে বলে এক বণ্ঠন নীতি উপস্থানে আজ্ঞাবহ হয়। তার ভিতরকার পরিমাপের সাথে, বস্তুসমূহের তাৎপর্য, মাহাত্মকে ধীরে ধীরে বুঝতে পারে। যেমন মালিকানার ক্ষেত্রস্থলে কল্পিত রুবুবিয়্যাতের সাথে, অস্তিত্যময় ক্ষেত্রের প্রেক্ষিতে আসল মালিকের ব্যাপারে বুঝ, বোধগম্যতা অর্জন করে এবং বাহ্যিক মালিকানার সাথে এই বাড়ীর মালিক আমি হওয়ার ন্যায়, আসল স্রষ্টা ও এই কুল-কায়েনাতের মালিক এভাবে বলে আংশিক ইলমের সাথে আসল মালিকের ইলিম সম্পর্কে বোধগম্যতা অর্জন করে, এরই সাথে অর্জনকৃত কারিগরীর সাথে ঐ সানি-য়ে-যুল-জালালের নেই থেকে সৃষ্টিকরার মহান কারিগরীতাকে বুঝতে পারে। যেমন-আমি এই ঘরকে যেভাবে প্রকৌশলের মাধ্যমে তৈরী করেছি, বন্দোবস্ত করেছি। একইভাবে ও তামাম এই দুনিয়া নামীয় ঘরটাকে কেউ একজন তৈরী করেছে, উচ্চ প্রকৌশলী ক্ষমতায় সৃষ্টি করেছে এভাবে বলে ইত্যাদি.......। এই পন্থানুসারে সামগ্রিক গুণাগুন ও এলাহীর সার্বিক আচার, বিষয়াদীকে এক প্রকার অবহিত করে, প্রদর্শন করে হাজার হাজার তীক্ষ্ণ রহস্যময় অবস্থান এবং গুণাবলী ও অনুভূতিময় গতিবেগ, যার শুত্র স্বরুপ এই আমি নামীয় আমিত্বের মধ্যে বেষ্টিত। অর্থাৎ এই আমিটা, আয়না-সদৃশ ও এককের পরিমাপ, এবং উন্মোচনের ক্ষমতা ও হরফ সংশ্লিষ্টতার অর্থের ন্যায়; অর্থবোধতা নীজের মাঝে না হয়ে বরং অন্য আরেকজনের অর্থবোধটাকে প্রদর্শনকারী, মানুষের দেহের ভারী

সুতা থেকে যেভাবে উপলব্ধিমূলক একটি কারেন্টের তার এবং মানবতার তাৎপর্যতার ধারণ ক্ষমতার সুক্ষ এক সুতার ও ব্যক্তিত্বের বিশেষত্বের কিতাব থেকে এটা একটি আলিফ রুপী যে, ঐ্ আরবি হরফ আলিফের দুটি মুখ রয়েছে" একটি হল যা উত্তম পথে ও শারীরিক দৃষ্টিকোণে লক্ষপাত করে। ঐ মুখের সাথে, কেবলমাত্র উৎকৃষ্টতার বিবেচনায় সে বিবেচিত। যে তাহাকে অস্তিত্ববান করেছে তাহাকে গ্রহণ করে, সে নীজে কিছুতে সৃষ্টিকারক হয় না। ঐ মুখে সে কর্তা নহে সৃষ্টিকর নামে অনেক খাটো ও সংকীর্ণ। আলিফের আরেকটি মুখ হল, যা মন্দ পুষ্টতায় বিবেচিত এবং তা অস্তিত্বহীনতায় অবস্থান করে যায়। এই মুখের দৃষ্টিতে সে কর্তাকারী হয়, কর্মের দায়ীত্বভার বহন করে যায়। এবং এর মাহাত্মময় তাৎপর্যতা হল হরফী বা বর্ণমূলক। অন্যের অর্থকে প্রদর্শন করে। এটা উপস্থিৎ লালনকারীতে সংযুক্ত। অস্তিত্ব এতটাই দূর্বল যে, স্বয়ংক্রিয়ভাবে নীজের মধ্যে কোন কিছুতেই বহনকারী হতে পারে না ও বোঝা আনয়ন করতে পারে না। বরং বস্তুসমূহের ও পরিমাণ সমূহে জ্ঞাতকারী উষ্ণতার পাল্লা ও বাতাসের পাল্লার ন্যায় পাল্লা সমূহের পরিমাপের প্রকারাদী থেকে একটি প্রকার যে, ওয়জিবুল উজুদের সামগ্রিক ও পরিবেষ্টিত ও সীমাহীন গুণের গুণাবলীকে জ্ঞাতকারী একটি পাল্লা তুল্য পরিমাপক বৈ কিছু নহে।

সুতরাং তাৎপর্যতাকে এই পন্থায় যে অবগত হয়, এবং যে আনুগত্য করে, ঐ দৃষ্টিতে অবস্থানকারী ব্যক্তি قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰيهَا আলোচ্য আয়াতের সুসংবাদে সে প্রবেশকারী হয়। তার কাছে আমানতকৃত এই আমি নামীয় আমিত্বকে তার হক্ব অনুযায়ী আদায় করে এবং আমিত্বের দূর্বীনের সাথে, এই মহাবিশ্ব আসলেই কি এটা এবং কি দায়ীত্বে কর্তব্যরত হওয়াটা দেখতে পায় এবং অনাকাংখীত তত্ব সমূহ তার নফসের মধ্যে যখন আসে তখন আমিত্বের একটি সত্যতা দেখতে পায়। ঐ তত্ববহুল আগত জ্ঞান সমূহ নূর ও হিকমত হিসেবে থেকে যায়। অন্ধকার ও গোনাহের প্রতি অভিমুখী হয় না। উপস্থিত আমিত্ব তার কর্তব্য পরায়নতাকে এভাবে আচরণ করত পূর্ণ করে। ওয়াহিদে ক্বিয়াসী হওয়া তার মধ্যে থাকা খোদায়ী হাবভাবকে এবং ফরজকৃত মালিকানাকে ঐ সময় সে ছেড়ে দিয়ে আসল মালিকের প্রতি ঝুকে পড়ে। আর সে বলে لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَ لَهُ الْحُكْمُ وَ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ তিনিই মালিক, এবং তারই সকল প্রসংশা, তারই হুকুম চলবে, তারই দিকে সবাই প্রত্যাবর্তনশীল) আসল মালিকের প্রতি লক্ষপাত করে। পরে সে "সর্বোত্তম স্থরে" গিয়ে পৌছায়।

আবার যদি এই আনা নামীয় আমিত্ব একত্ববাদীতার হিকমতকে ভূলে গিয়ে, প্রকৃতিতাকে বিমূখতা করে সে নীজেকে বাহ্যিক বা প্রত্যক্ষ দৃষ্টির অনুগত হয়ে লক্ষপাত করে, যদি সে নীজেকে মালিক হওয়ার ক্ষেত্রে বিশ্বাস করে ঐ সময় সে আমানতের খেয়ানত করবে।

وَ قَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰيهَا উক্ত আয়াতের বিভীষিকাময় অবস্থানের অন্তর্ভুক্ত হবে। অত:এব সমস্ত শিরক, অনিষ্টতা, ভ্রষ্টতা সমূহের উদগত হওয়ার ক্ষেন্দ্র এই আমিত্বের অবস্থানের এই দৃষ্টিকোণে যে, আকাশমন্ডলী, জমীন ও পাহাড় এই দায়ীত্ব আদায়ের গ্রহণের ক্ষেত্রে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হিসেবে দূরে থেকেছে। বাদ্যতামূলক এক শরিকানা মতবাদ থেকে তারা ভয় পেয়েছিল। অবশ্যই " পাতলা একটি আলিফ, এক ইলেক্ট্রিকাল তার, কল্পিত বাদ্যতামূলক একটি রেখা, যদি এর তাত্বিক তাৎপর্যকে না জানা হয়, তাহলে আবরণকৃত মাটির ভিতরে উর্বরতার সার পাওয়া যায়। ঐখানে যাওয়াতে গভীর ও ভারী হতে থাকে, মানবের দেহের সবদিকে বিস্তার লাভ করে। বিশাল আকারের এক সর্পের ন্যায় মানব দেহকে গিলে ফেলে। এই সমগ্র মানুষ,তার সার্বিক কোমলময় অঙ্গাবলীর সাথে একটি আমিত্বে রুপ নেবে। আর পরে আত্মহংকারের প্রকারাদীকে ও একটি গোনাহের প্রকারের তার এবং তার স্বজাতীয় হওয়ার বিবেচনাতে ঐ আমিত্বকে শক্তি প্রদান করে। ঐ আমি আমিত্বের রকম সমূহের প্রতি সম্ভোধিত হয়ে শয়তানের ন্যায়, মহান সানিয়ে-যুল-জালালের হুকুম আহকামের

বিপরীত বিতর্কে লিপ্ত হবে। পরিশেষে, নফসের দ্বারা লালিত যুক্তির আকৃতিতে সবাইকে, এমনকি সবকিছুকে তার নীজের বলে যুক্তি দেখিয়ে, জনাবে হক্কের বাদশাহীতে ঐগুলোকে এবং প্রকৃতিবাদীতায় বণ্ঠন করবে। ফলে অত্যান্ত মারাত্মক এক শিরকের মধ্যে নিমজ্জিত হবে। إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ উক্ত আয়াতের অর্থকে তখন তার আচরণে ফুটে উঠবে। হ্যাঁ, যেমনটি কোন সরকারী কর্মচারী যে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে চল্লিশ টাকা চুরি করেছে। যদিও সমস্ত কর্মচারী ভাইদেরকে একেকটি দিরহাম চুরি করার ফলে সে তারটাও হজম করতে পারে। একিভাবে, "আমি নিজেই মালিক" এমনটি যে বলে, "সবকিছু নীজে নীজেই মালিক" এভাবে বলতে ও বিশ্বাস করতে তখন ব্যক্তি বাধ্য হয়ে যায়।

অত:এব এই আমির আমিত্ব, যখন খেয়ানতের অন্তর্দিষ্টিকে স্বীয় দায়ীত্ব কর্মতৎপরতায় বিদ্ধ, তখন ইহা চূড়ান্ত মানের সার্বজনীন মূর্খতায় আবদ্ধ হয়। এতে করে যতই শাস্ত্রসমূহের অভিজ্ঞতা রাখুক না কেন সংযুক্ত মানের নির্বোদ্ধিতায় এক মূর্খতা বৈ কিছু নহে। কারণ হল, চাঞ্চল্যকর আবেগসমূহ, চিন্তা-চেতনা সমূহতে যখন মহাবিশ্বের আলোকপ্রদ পরিচয় তার সামনে রাখা হয়, তখন সে তার নফসের মধ্যে একে সত্যায়ন করবে, উন্মোচনকল্পে আলোকিত করবে, এভাবে চালিয়ে যাবে এমন রকমের কোন উপাদান খুজে না পাওয়ার ধরুন ভিমূখ হয়ে ফিরে। আগত সবকিছুকে তার মন্দপুষ্ট মনমানসিকতার রঙের ন্যায় সবকিছুকে রঙিন করে। তার সামনে হিকমতের খাজীনা যদি আসেও, এটাকে তার নফসের মধ্যে অনিষ্ট ধারণার দৃষ্টিতে আনয়ন করে। তার কারণ হল, এমন অবস্থায় আমিত্বের রং, তার মধ্যে থাকা শরীকানা ভাব এবং তার অবস্থান বাধাপ্রাপ্ত, শূন্যের কোঠায়। সে আল্লাহর ব্যাপারে অস্বীকারকারী কেবল নীজেই সব এমন মননশীলতায় ব্যাস্ত। সমগ্র কায়েনাত, চমকপ্রদ আয়াত সমূহের দ্বারা যদি ভরপুরও হয়ে যায়, তারপরও ঐ আমিত্বের মধ্যকার অন্ধকার হাবভাবীয় বিন্দু, ঐ সমস্ত নিদর্শনাবলীকে তার দৃষ্টিতে উপড়ে ফেলে, আসল রুচিবোধকে স্পষ্ট হক দেবে না। এগারোতম বাণীতে মানবের তাৎপর্যপূর্ণতার এবং মানবের মাহাত্মতার মধ্যকার আমিত্ববোধতার আক্ষরিক অর্থের দৃষ্টিকোণের সাথে কি পরিমাণের স্পর্শকাতর ও পাল্লাতে এবং একনিষ্ঠ সত্যায়নের প্রভাবে একটি পরিমাপক এক সূচিপত্র ও সর্বত্র বেষ্টিত এবং পরিপূর্ণ চমকপ্রদ পন্থায় এক মানচিত্র এবং সর্বোপরী একটি সূক্ষদর্শী আয়না ও কায়েনাতের প্রতি এক ক্যালেন্ডারের আবাস দেওয়া হয়েছে, এবং একটি দিনপঞ্জিকা হওয়াটা অতি অকাট্য এক পন্থায় আলোচিত হয়েছে। এ ব্যাপারে ঐ বাণীতে দৃষ্টিপাতের আশাবাদী। ঐ বাণীতে যথেষ্ট আলোচনা হওয়াতে এখানে সংক্ষেপন করছি, আর বর্তমান বাণীর ও প্রারম্ভিকা শেষের দিকে নিয়ে আসছি। এবার যদি আমিত্ব সংক্রান্ত ভূমিকাকে বুঝে থাক তাহলে আস বাস্তবতার ময়দানে আমরা প্রবেশ করছি। সুতরাং দেখ, মানব জগতের মধ্যে, হযরত আদম (আ:) এর যামানা থেকে এখন পর্যন্ত দুটি মহান পথের স্রোত, দুটি চিন্তা- চেতনার সিলসিলা; যা সর্বদিকে সর্বস্তরের মানুষের ক্ষেত্রে তার শাখা প্রশাখাকে বিস্তৃত করেছে যা দুটি বিশাল মানের বৃক্ষের আওতাভূক্ত যার একটি হল-নবুওয়াত এবং দ্বীনদারী পথে ধর্ম, অপর বৃক্ষ হল দর্শন ও হিকমত-----এসেছিল, চলছে, গতিপথে যাচ্ছে। যখনই ঐ দুটি সিলসিলা মিশ্রিত ও ঐক্যের প্রভাব নিয়েছে, অর্থাৎ যখনি দর্শনবাদ ধর্মবাদের ভিতরে প্রবেশ করতঃ অনুসরণ করে করে খেদমত করেছে, মানব জগৎ চমৎকার এক পন্থার একটি প্রশান্তি, এক স্বাভাবিক মানব জীবনের সামাজিক কার্যক্রম চালিয়ে গিয়েছে। আর যখনই এই দুটি পৃথক পথে পথচারি হয়েছে তখন সমগ্র ভালাই ও আলোর পথ কেবল সিলসিলায়ে নবুওয়াত এবং ধর্মের আশপাশে একত্রিত হয়ে থেকেছে এবং দূর্ভাগা ও ভ্রষ্টতা দর্শনবাদীতার আশপাশে একত্রিত হয়ে অবস্থানী হয়েছে। এখন এই দুটি সিলসিলার মূল উৎপাঠনের দিক সমূহকে, ভিত্তি সমূহকে খুজা আবশ্যক।

অত:এব, দ্বীনদারী সিলসিলাকে অনুসরণ না করা এই দর্শন সিলসিলা এমন যে, একটি যাক্কুম বৃক্ষকে হাতে নিয়ে, শিরক ও পথভ্রষ্টতার অন্ধকারাচ্ছন্ন দিক বিদিকে বিস্তার লাভ করে। এমনকি বুদ্ধি নামীয় ডালের ক্ষমতাতে, যুগবাদীতা, বস্তুবাদিতা, প্রকৃতিবাদীতা নামীয় ফল সমূহকে, মানবের বুদ্ধিশালায় তারা গেঁথে দিয়েছে। আর ক্ষিপ্ততার রোষানলের ডালের মধ্যে নমরুদ, ফেরআউন ও শাদ্দাদ নামীয় কুচক্রিদেরকে মানুষের বোঝা বানিয়ে দাড় করিয়েছে। (ব্যাখ্যা: হাঁ নমরুদ, ফেরআউনদের লালিতকারী ও দুগ্ধপানে পান করানোকারী পুরাতন মিশর ও বাবিল শহরের অধিবাসীরা হয় জাদু মন্ত্রের উচ্চতায় পৌছিয়েছিল নতুবা বিশেষ কর্ম হওয়ার ধরুন আশপাশের জাদুতে আকর্ষনীয় হওয়া পুরাতন দর্শনবীদরা হওয়ার ন্যায়..... এমন অনেক বস্তুবাদী খোদায়ী প্রভূ সমূহ এবং পুরাতন গ্রীক দর্শনের থেকে লালিত এমন বাতিল প্রভূত্ব এবং মূর্তী সমূহের সৃষ্টিকারী প্রাকৃতিবীদ দর্শনাবাদিতার নিকৃষ্ট কর্ম বৈ কিছু নহে। তাইতো প্রকৃতিবাদী নাস্তীকবাদের পর্দার সাথে আল্লাহর নূরকে দেখতে না পাওয়া মানুষ সকল বস্তুকে একেক্টি প্রভূত্বের আসনে সমাসীন করে স্বীয় ক্ষেত্রে উপর্যুস্থ হয়ে পড়ে আছে।) এবং প্রাণীসুলভ জানোয়ারদের যৌনচারের ডালের মধ্যে: বহুর প্রভূত্বে, ভাস্কর্য পরস্থুতী মুর্তিসমূহের এবং খোদায়ী দাবীদেরকে ফলাফল প্রধান করেছে। এই পথেই তাদেরকে অব্যস্থ করে দিয়েছে। ঐ কন্টকবৃক্ষের ভিত্তির সাথে নবুওয়াতের সিলসিলা এমন যে যার ভিত্তি হল তু'বা নামীয় ইবাদতের বৃক্ষের অবস্থান, যা ঐ সিলসিলার এই পৃথিবীর বাগিচাতে মুবারক ডাল সমূহে এমন যে, জ্ঞানবুদ্ধির ক্ষমতার ডালের মধ্যে নবীগণ ও রাছুলগণ এবং অলীগণ ও সত্যবাদী নামীয় সিদ্দিকগনদের ফলকে অব্যস্থ করার ন্যায়; বিতাড়ন করণের ডালের মধ্যে; সুবিচারক হাকিমদেরকে, ফিরিস্তা তুল্য পবিত্রসত্ত্বা সমূহের ফলকে ফলদায়ককারী এবং জযবাদার ডালের মধ্যে; উত্তম চরিত্রের ছবি, এবং সদাচরণের প্রস্ফুটনের আকৃতি এবং সহানুভূতীশীলতা ও উদার মনের সুহৃদয়তা সমূহের ফলকে অব্যস্থকারী এবং মানুষ কিভাবে এই নিখিল ধরাতে সর্বোৎকৃষ্ট মানের একটি ফল হতে পারে এমন প্রশ্নের উত্তাপনকারী ঐ তু'বা বৃক্ষের ভিত্তিকে ফুটিয়ে তুলার সাথে সাথে আনা নামীয় আমিত্বের দুটি দিক সংশ্লিষ্টতার নিরিখে আবদ্ধ। ঐ দুটি বৃক্ষকে আসল ও ভিত্তির, মূল উদগত সীমার একটি বীজ হিসেবে আনা এর দুটি দিক নিয়ে আমরা কথা বলব, যেমন-আমিত্বের একটা দিক যা নবুওয়াতের ঝান্ডাকে হাতে নিয়ে চলছে, অন্য দিক হল, যা বস্তুবাদী, নাস্তিক, দর্শনবাদীদের ঝান্ডা হাতে আসতেছে।

নবুওয়াতের সংশ্লিষ্ট প্রথম দিক হলঃ- ভিত্তিমূলের ক্ষেত্রে এটা ইবাদাতকে গ্রহণ করে। অর্থাৎ আমি, সে নীজেকে বান্দা হিসেবে জানে। অন্যের জন্যে কাজ করে যাচ্ছে, এমনটি বুঝে। এর তাৎপর্য কাজল আক্ষরিক মাহাত্মপূর্ণতায় বেষ্টিত। অর্থাৎ অন্যের অস্তিত্বের উপর সে দাড়ানো এবং সৃষ্টির উপর সে প্রতিষ্ঠিত। সে এমনটি বিশ্বাস স্থাপন করে। তার কৃত মালিকানা কল্পনা প্রসূত। অর্থাৎ স্বীয় মালিকের অনুমতির মাধ্যমে; দেহ বিশেষ সাময়িক এক মালিকানা তার হাতে বিদ্যমান, এমনটি সে জানে। আর হাক্বিক্বাতের দৃষ্টিতে তুচ্ছ, অক্ষম। অর্থাৎ হক্ব ও আবশ্যকীয় এক হাক্বিক্বাতের উজ্জলতাকে সে বহনকারী হওয়া সম্ভব এবং মিসকিন এক তুচ্ছ ছায়া বৈ কিছু নহে। আর তার দায়িত্ব হিসেবে, স্বীয় প্রভূর গুণ ও বিষয়াদীর প্রতি পরিমাপক ও পাল্লা হিসেবে অনুভূতি প্রবণ একটি খেদমত বৈ অন্য কিছু নহে। অত:এব আম্বিয়া ও তাদের সিলসিলার মধ্যে থাকা সুফীগন এবং অলীগণ; যারা এই আমিত্বের প্রতি এই দৃষ্টিকোণ থেকে দৃষ্টিপাত করেছেন। এভাবে তারা লক্ষপাত করেছেন। আর আসল ও হাক্বিক্বাতকে তারা অবলোকন করেছেন। সমস্ত মালিকানাকে তারা মালিকুল মূলককে প্রদান করেছেন, সোপর্দ করেছেন, এবং নির্দেশনা জারী করেছিলেন যে, ঐ মালিকে যুল-জালালের না তার মালিকানায় না তার প্রভূত্বের মধ্যে, না তার ইবাদতের মধ্যে কোন শরীক বা তুলনা রয়েছে। যার কোন সাহায্যের বা সহকারীর প্রয়োজন নেই। সবকিছুর চাবি তারই হাতে। তিনি সমস্ত সৃষ্টির উপর ক্ষমতাবান; **মাধ্যম সমূহ হল কেবল বাহ্যিক একটি পর্দা মাত্র**। **প্রাকৃতি হল একটি সিস্টেম এবং**

নীতিমালার একটি কেন্দ্রস্থল এবং ক্ষমতার একটি রুলার বা স্কেল স্বরুপ মাত্র। সুতরাং এই চাকচিক্যময় নূরানী সুন্দর চেহারা, সজীব ও অর্থবহ একটি বীজের আওতায় অতিক্রান্ত হয়েছে যে, যুল-জালাল মালিক, একটি ইবাদাত নামীয় তু'বা বৃক্ষকে এই ভিত্তিমূল থেকে সৃষ্টি করেছেন যার অনুভূতি এই যে, এই গাছের পবিত্র ডাল সমূহকে মানবজাতীর সর্ব দিকে নূরানী ফলসমূহের দ্বারা সুসজ্জিত করেছেন। সমস্ত অতীত কালের কালো খাবার, অন্ধকারকে বিস্তৃত করে,ঐ লম্বা অতীত কালকে; যা দর্শনবিদদের দেখতে পাওয়ার মত একটি সুবিশাল কবরস্থান, একটি মনব কেন্দ্রস্থল না হওয়াটা .... বরং ভবিষ্যতে ও চির সৌভাগ্যময় পথে পথিক করার লক্ষে, নিমজ্জিত হওয়া রুহসমূহের তরে একটি আলোর মাধ্যম এবং ভীন্নমূখী চাপের মধ্যে একটি নূরানী কাজ ও ভারী বোঝা বহন করানোতে ছেড়ে দেওয়া এক স্বাধীনমূখী অবস্থান এবং দুনিয়া থেকে ভিমূখ হয়ে অতক্রিমকারী রুহ সমূহের জন্যে একটি নূরানী স্থানও একটি বাগিচা হওয়াটাকে স্পষ্টত; প্রদর্শন করে।

দ্বিতীয় কারণ হলঃ যার সাথে দর্শনবাদ সংযুক্ত। এবার দর্শনকে যদি খুজি, তাহলে এটা আনা নামীয় আমিত্তের প্রতি দর্শনীয় বা প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে দৃষ্টিপাত করছে। অর্থাৎ দর্শনবাদ বলে, সবকিছু নীজে নীজে স্বয়ংক্রিয়ভাবে হওয়াটা প্রমাণ করে। দর্শনবাদ বলে, তার প্রভাবটা নীজ থেকে প্রকাশ পায়, অন্য কাহারও এখানে দখল নেই। স্বীয় ক্ষেত্রে কাজ করে, আদেশ ও করে। দেহ-অস্তিত্য; যা আসল ও সত্বাগত হওয়াটাকে লাভ ও অর্জন করে। অর্থাৎ তার সত্বাগত অস্তিত্বে একটি দেহ এমনিতেই বিদ্যমান আছে। তারা এও বলে, এর মধ্যে একটি বাস্তব ও বিশুদ্ধ এক জীবন এমনি এমনিতেই বিদ্যমান রয়েছে। বস্তু বা প্রাণটি জীবনযাপনের প্রবাহমানতায় সে নীজেই মালিক, নীজেই ধারণার ধারণ করে। এগুলোকে দর্শন প্রতিষ্ঠিত ও বাস্তবিক বাস্তবতা হিসেবে বিবেচনা করে। সে তার দায়িত্ব কর্তব্যকে, স্বীয় অস্তিত্যময় সত্ত্বা থেকে বাহির হওয়াটাকে এক পূর্ণাঙ্গ সত্বাগত অবস্থান হিসেবে তারা জানে ইত্যাদি। মোটকথা, অসংখ্য বাতিল ভিত্তি সমূহতে তাদের মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছে। ঐ ভিত্তিসমূহ, কি পরিমাণ যে ভীত্তিহীন এবং নির্জিব হওয়াটা অন্যান্য রিছালে সমূহতে অকাট্যভাবে প্রমাণিত করা হয়েছে। বিশেষ করে বাণী নামীয় কিতাবে বারোতম ও পচিশতম বাণী সমূহে দৃঢ়ভাবে আলোচিত হয়েছে। এমনকি দর্শনের সিলসিলার সবচাইতে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা এবং এই মতবাদের ভিতরে থাকা **আফলাতুন ও এরিষ্টেটল, ইবনে সিনা ও ফারাবীর ন্যায় ব্যক্তিগন** "মানবতার মৌলিক সর্বোচ্চ সৃষ্টির উদ্দেশ্যকেঃ (তাসাববুহে-বিল-ওয়াজিব) বলা-----অর্থাৎ আবশ্যকীয় অস্তিত্য হওয়াকে না হওয়াতে চিন্তা শক্তির অনুকুলে না হওয়া মহান আল্লাহর কল্পনীয় তুলনা করণ তথা আবশ্যকীয় অস্তিত্বে সদৃশ করণ" এই পন্থায় তাদের বিজ্ঞতার পরিচয় তুলে ধরার মাধ্যমে ফিরাউনী পদ্ধতিতে তারা এক ঘোষণা প্রদান করেছে এবং আমিত্বের মধ্যে ডুব দিয়ে শিরকী খাল-বিলে দৌড়িয়ে; কারণ সমূহকে বাহ্যিক ক্ষেত্রে ভিত্তি তৈরী করে, অনুসরণ করে, মূর্তীর অনুকরণ করে, প্রকৃতিবাদী হয়ে, নক্ষত্রবাদী হওয়ার ন্যায় অসংখ্য আল্লাহর সাথে শরীক করার প্রকারবাদীতে তারা ময়দান খোলেছিল। মানবতার ভিত্তিমূলে প্রবিষ্ট হওয়া অক্ষম ও দূর্বলতা, অভাব ও প্রয়োজনীয়তা, ক্ষীণ ও ত্রুটিপূর্ণ দরজাসমূহকে বন্ধ করে এবাদাতের পথে তারা দেয়াল তৈরী করেছিল। দর্শন বা নাস্তিক্যবাদীতার প্রকৃতিমূল পদ্ধতিতে ডুব দিয়ে শিরক ও সমমানী কর্ম থেকে পরিপূর্ণভাবে বের না হয়ে কৃতজ্ঞতার ঐ বিশাল কপাটকে তারা খুঁজে পায় নাই।

আবার নবুওয়াতের ব্যাপার চিন্তা করলেঃ মানবতার মূল লক্ষ উদ্দেশ্য এবং মানবের দায়িত্ব কর্তব্য, যা এলাহির চরিত্রের মাধ্যমে এবং উত্তম শিষ্টাচারিতার সাথে অলংকৃত করার সাথে সাথে; স্বীয় অক্ষমতাকে জেনে-শুনে-বুঝে মহান এলাহীর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা, স্বীয় দূর্বলতাকে অনুভব করত: ক্ষমতাবান এলাহীর কাছে ভর করে, স্বীয় অভাবকে অবলোকন করে রহমতে এলাহীর কাছে নির্ভর করে, স্বীয় প্রয়োজনকে দর্শন করে, এলাহীর ধন-ভান্ডার থেকে সাহায্য প্রার্থনা করা, স্বীয় ভূল ত্রুটিকে লক্ষপাতি করে, এলাহীর দরগাহের ক্ষমার

সাগরে ক্ষমা প্রার্থনা করা, স্বীয় সার্বিক অপদস্থতাকে দেখে, এলাহির কামালিয়াতের কাছে তাসবিহ মনে করে এমন অবস্থা সমূহের এবাদতমূখী অবস্থা সমূহকে আদেশ জারী করত" বিশাল কৃতজ্ঞতার কপাটকে উন্মোচন করেছে।

সুতরাং দ্বীনের দাবীকে অনুসরণ না করেই এই দর্শনবাদীতা এমন এক বিস্ময়কর পথে অবনীত অবস্থায় যে, আমি নামীয় আমিত্ব, সে তার কল্পিত রেখাকে তার হিসেবে গণ্য করে নিয়েছে---- ভ্রষ্টতার প্রত্যেকটি চেহারায় ও রুপে বিস্তৃত হয়ে দৌড়িয়েছে। অতঃএব, এই ব্যাপারের সাথে সম্পর্কিত "আমি এর মাথার উপর একটি জাক্কুম বৃক্ষ আশ্রয়স্থল পেয়ে, মানবজাতীর অর্ধেকের চেয়ে বেশীকে আকৃষ্ট করে ডুবিয়ে রেখেছে। সুতরাং, ঐ জাক্কুম বৃক্ষের অশালীন-বিশ্রি ক্ষমতার ছাপ বিস্তৃত, মানবতার চক্ষুর সামনে তাদের উপস্থাপিত ফল সমূহকে ব্যাখ্যা করলে মূর্তি সমূহ, দেবতা সমূহ বৈ কিছু নহে। তার কারণ হল, দর্শনবাদের ভীত্তিমূলের দৃষ্টিতে, ক্ষমতা হল উত্তম বিষয়। এমনকি তাদের নীতিমালার স্থপতি বাখ্যা হল "বিজয় অর্জনকারীর হাতে একটি ক্ষমতা বিদ্যমান আছে" "ক্ষমতার মধ্যে হক্ব বিদ্যমান" তাদের ভাষা হল এই বচন বাক্যের ন্যায়। (ব্যাখ্যা= "নবুওয়াতের সংবিধানে= ক্ষমতা হক্বের মধ্যে, ক্ষমতার মধ্যে হক্ব নহে"। জুলুমকে ধুলিস্যাত করে এবং সুবিচারকে বিশ্বস্থ পন্থায় প্রতিষ্ঠিত করে।) কিন্তু দর্শনবাদ জুলুমকে অভিনন্দন জানায়। জালিমদেরকে অব্যস্থ করত উৎসাহী করছে এবং এমন অলীক ভ্রান্ত মতবাদের দ্বারা এলাহী মোকদ্দমায় এমন উত্তর দ্বারা তারা মাঠ হাতে নেয়। অধিকন্তু, উপস্থিত সৌন্দর্যকে এবং নকশার মাধুর্যতাকে, উপস্থিৎ উৎপাদিত সামগ্রীকে উপস্থিৎ নকশার সৌন্দর্যতার মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়ে একে তারা নির্মিত সম্পর্কে আনয়ন করে উৎপাদককারী ও নকশাকারী এর একনিষ্ট ও পবিত্র আকর্ষনীয় সুন্দরতাকে তার উজ্জলতাকে গুরুত্বরোপ না করে "কি সুন্দর বানিয়েছেন এর স্থলে "কি সুন্দর এটা" এভাবে বলে তারা কর্তাকে গুপন রাখে। ভূত-পরস্থির উপযোগী একটি মূর্তির আদেশের নির্দেশনায় ব্যাপারটাকে নিয়ে আসে। একিভাবে সবার কাছে তাদের বিক্রিত নকল, মনোগামী, বাহ্যিক প্রদর্শনীয়, উপস্থাপন করার একটি কৃত্রিম এই সৌন্দর্যতার আকর্ষনকে নিয়ে ফুটিয়ে তুলার জন্যে প্রদর্শনীয় ও মানুষের সম্মুখে চকচক ভাবকে তারা সহ্যতুল্য করত বিস্তৃত করে রেখেছে। মূর্তি-তুল্য দৃষ্টান্তবলীকে স্বীয় গোলামীর প্রান্তে মানুষকে গোলাম বানিয়ে রেখেছে। (ব্যাখ্যাঃ- অর্থাৎ-ঐ মূর্তির ন্যায়। প্রেতাত্মাসমূহের, চাহিদা সমূহের প্রতি আনন্দকর হিসেবে উপস্থাপনের লক্ষে এবং মানুষের আকর্ষণকে আকর্ষিৎ করার ও তা অর্জনের জন্যে দুনিয়ার সৌন্দর্যতাকে তুলে ধরে এবাদতের ন্যায় এক প্রকার অবস্থানকে উন্মোচন করে তারা প্রদর্শন করে যাচ্ছে।) ফলে ঐ জাক্কুম বৃক্ষের অস্থায়ী, নিস্ফল, ধ্বংসাত্মক ক্ষমতার ডালের মধ্যে, বেচারা মানুষের কপালে ছোট-বড় নমরুদরা, ফেরাউনের সাদ্দাদরা তাদের তৈরীকৃত পথহারাময় ফল সমূহকে খেতে অব্যস্থ করে রেখেছে। আর, জ্ঞানবুদ্ধির পরিসরের ডালে, মানব জগতের দেমাগের মধ্যে নাস্তিকত্যবাদী, বস্তুবাদী, প্রকৃতিবাদীদের ন্যায় এক বিষাক্ত ফল প্রদান করছে। যার ফলে মানুষের মাথা টুকরা টুকরা হয়ে বিচুর্ণ হয়ে আছে......।

যাই হোক, এখন এই বাস্তবতাকে আলোকপাত করার জন্য, দর্শনবাদীতার অস্থির, বাতিল ভিত্তিসমূহকে উদগত হওয়া তার ফলাফল নির্যাস এর সাথে, নবুওয়াতের সিলসিলার সত্যবাদীতার মাপকাঠি থেকে জন্মগ্রহণকারী সারাংশের হাজার হাজার সদৃশ্যময় নমুনা সমূহ থেকে দৃষ্টান্ত হিসেবে তিন চারটি উদাহরন নিচে উল্লেখ করছি।

প্রথম দৃষ্টান্তঃ ঐশী বাণীর ব্যক্তি জীবনের সংবিধানিক ফলশ্রুতি থেকে নিয়ম রীতি হল-

تَخَلَّقُوا بِاَخْلَاقِ اللهِ এলাহীর আদর্শে চরিত্রবান হবে, জনাবে হক্বের প্রতি লাঞ্চিত, অপদস্থ মনোকামনার অবনততায় দৃষ্টিপাত করতঃ স্বীয় অক্ষমতা, অভাব, ভুল-ত্রুটির অবগতিতার স্বীকারোক্তিতে মহান আল্লাহর দরবারে একনিষ্ঠ বান্দা হওয়া" এই আইন কোথায়! আর দর্শনবীদের আইন কোথায়! তাদের আইন হল "তাসাববুহ-বিল-ওয়াজিব তথা আবশ্যকতার সাদৃশ করণ", মানবতার পরিপূর্ণ উদ্দেশ্য এটা বলে এই নীতিতে মহান ওয়াজিবুল উযুদের আকার সাদৃশ্য তৈরীতে কাজ করাঃ আলোচ্য নিয়ম কতই না দূরবর্তী অবস্থানে! হাঁ, সীমাহীন অক্ষমতা, দূর্বলতা,অভাব ও প্রয়োজনের সাথে ক্লান্ত হওয়া মানবতা অনেক অনেক দূরে অবস্থানশীল! সীমাহীন ক্ষমতাবান, শক্তিমান, ধরণী, রাজা-দিরাজ হওয়া ওয়াজিবুল-উজুদ আল্লাহ অনেক অনেক উপরে--- দর্শনের সাদৃশ্যকরণ নিয়মের একেবারেই তিনি উর্ধ্বে।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্তঃ নবুওয়াতের সামাজিক জীবনের বিধানমূলক ফলশ্রুতি থেকে এবং চন্দ্র ও সূর্য থেকে মনে কর এমনকি তরুলতা, প্রাণী জগতের সাহাযার্থে ও প্রাণীদেরকে মানুষের সাহাযার্থে শুধু তাই নহে শুষ্ক শরিষার তুল্য খাবার সমূহে দেহের নিষ্কাশিত আস্ফালনের সহযোগিতা ও সাহায্যের নামে দৌড়ানো ঐ সাহায্য নামী নীতিমালা এবং দয়াময় নীতিমালা নিঃস্বার্থ সাহায্যের কতই না দূরে! দর্শনবাদের সামাজিক জীবনের বিধানাবলী থেকে এবং এক প্রকার জালিম ও জানোয়ার রুপের মানুষের এবং হিংস্র জানোয়ারদের প্রাণীদের স্বভাবগত গতি থেকে মন্দ পুষ্ট আচরণের থেকে উদগত হওয়া পাহাড়ী সমতুল্য দেয়ালী নীতিমালা কোথায়। হাঁ দেয়ালী নীতিমালাকে ঐ পরিমাণ, স্থরের ভিত্তি ও সার্বজনীন বিবেচনাকে তারা গ্রহণ করে নিয়েছে যে, "জীবন যেন একটি দেয়াল" এভাবে বলে বলে তারা জীবনের মূল উদ্দেশ্য থেকে দূরে এসে মূর্খতা সূলভ নির্দেশনা জারী করেছে।

তৃতীয় দৃষ্টান্তঃ নবুওয়াতের তৌহিদে এলাহী সংক্রান্ত উচ্চমাপের ফলশ্রুতিতে এবং সর্বোচ্চ মানের বিধানের থেকে আগত নিয়ম হল اَلْوَاحِدُ لَا يَصْدُرُ اِلَّا عَنِ الْوَاحِدِ অর্থাৎ প্রত্যেক একককে অর্জনকৃত, যা আছে তা এক থেকে প্রস্ফুটিত হবে। যেন প্রত্যেক বস্তুতে ও সমস্ত কিছুতে একটি এককের প্রমাণ বিদ্যমান। অর্থাৎ "একক এক সত্বার সৃষ্টি সবকিছু" এমনটি আলোক প্রতিকৃত ব্যাপারকে চিন্তা করলে এলাহী একত্ববাদের আইন যে কোথায়! আর পুরাতন দর্শনবাদের একটি নীতি হওয়া তাদের বিশ্বাস থেকে আগত হওয়া اَلْوَاحِدُ لَا يَصْدُرُ عَنْهُ اِلَّا الْوَاحِدُ অর্থাৎ এক থেকে, এক সৃষ্টি হতে পারে । অর্থাৎ এক সত্বা থেকে স্বয়ং একবার সৃষ্টি হতে পারে। এর পরে এই বস্তুর সৃষ্টি মাধ্যমের মাধ্যমে তাহা থেকে সৃষ্টি হয়, এভাবে তারা বলে সার্বিক দৃষ্টিতে যিনি ধনবান, সার্বজনীনভাবে যিনি ক্ষমতাবান ঐ সত্বাকে, অক্ষমতার মাধ্যম সমূহকে মুখাপেক্ষী প্রমাণ করে, সামগ্রিক বস্তু সমূহের বা সৃষ্টির ক্ষেত্রে মাধ্যম বা কারণের প্রতি সম্বোধন করে, মহান পালনকর্তার সাথে এক প্রকার শরিকানা উপস্থাপন করে খালিকে-যুল-জালালের প্রতি "আক্বলে আউয়াল" (প্রথম বুদ্ধিশক্তি) নামীয় এক গুণ সৃষ্টির প্রতি প্রদান করে সাধারণ পদ্ধতিতে অন্যান্য সৃষ্টিসমূহকে কারণ ও মাধ্যমের কাছে হস্তান্তর করে একটি মারাত্মক শিরকের পথ খোলাকারী "শিরক আলুদ" (শরীকানার অংশ বিদ্যমান) এবং পথ ভ্রষ্টতার প্রতি গমনীয় ঐ দর্শন মতবাদের নীতিমালা কোথায়! অনেক অনেক তফাত এখানে বিদ্যমান। দার্শনিকদের বড় এক অংশ শরীককারী হয়ে এরকম তারা জড়িয়েছিল। ফলে, বস্তুবাদী, প্রকৃতিবাদীর ন্যায় নিম্নগামী যারা স্বাক্ষর রেখেছে, যুক্তির মাধ্যমে বুঝতে পারবে।

চতুর্থ দৃষ্টান্তঃ নবুওয়াতের নির্দেশিত সংবিধানের মধ্য থেকে একটি وَ اِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ

আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে "সমস্ত কিছুর" সকল প্রাণীর সারমর্ম ও হিকমতকে যদি স্বীয় ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট হয়, তাহলে আসল কারিগরের ফলশ্রুতির দৃষ্টিকোণে, আসল মালিকের প্রতি লক্ষপাতকারী সমস্ত হিকমত সমূহ

হাজার হাজার হবে। প্রত্যেক বস্তুর এমনকি একটি খাবার ফলের, একটি বৃক্ষের ফল সমূহের সমতুল্য হিকমত সমূহ, প্রতিফল সমূহকে পাওয়াটা হাক্বিক্বাতের কেন্দ্রমূল হওয়া হিকমতের সংবিধানমূলক অবস্থান কোথায়! আর দর্শন মতবাদের দৃষ্টিকোণে "প্রত্যেক প্রাণীর শেষ তা নীজের প্রতি প্রত্যাবর্তনকারী অথবা মানবের বিপরীতমূখীতায় সংশ্লিষ্ট" এভাবে বলে তারা বিশাল আকারে একটি পাহাড় এর ন্যায় বৃক্ষকে, আর শরিষার ন্যায় একটি বৃক্ষের ফল, এমনটি এক চিন্তা গবেষণা প্রদান করার ন্যায় অত্যান্ত অনর্থক এক দৃষ্কৃতির মধ্যে প্রত্যক্ষ দর্শনীয় হিকমতহীন অবাঞ্চিত হিকমত সমূহের বিধান কোথায়! কতই না পার্থক্য বিদ্যমান। এই হাক্বিক্বাত এর বাস্তব রুপ দশম বাণীতে দশম হাক্বিক্বাতে এক প্রকার ব্যাখ্যা আলোচিত হওয়ায় সংক্ষেপ করলাম। তাই এই চারটি দৃষ্টান্ত, হাজার হাজার দৃষ্টান্তের সাথে যুক্তিদার হতে পার। এ ব্যাপারে লাম'আ নামীয় একটি রিছালাতে ও আলোচিত হয়েছে।

অত:এব দর্শন মতবাদের এই বাতিল মূলোৎপাঠনের দৃষ্টি থেকে এবং ধারণা প্রসূত কল্পিত প্রতিফল থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে, ইসলামী বিশেষজ্ঞদের মধ্য থেকে ইবনে-সিনা এবং ফারাবী এর ন্যায় যারা তারা সকলেই "বাহ্যিক দিক থেকে চাকচিক্যময় এর প্রতি আকর্ষিত হয়ে ঐ বিষয়াদিতে ধোকা গ্রস্থ করে ঐ দিকের গভীরতার বাহিরে থেকে সাধারণ এক মু'মিনের স্থর তারা অনেক জ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও অর্জন করেছিল। এমনকি ইমাম গাজ্জালী রহ: এর ন্যায় একজন হুজ্জাতুল ইসলাম তাদেরকে সাধারণ মু'মীনের স্থর ও প্রদান করেন নাই।

একিভাবে প্রথম কালের ও শেষের উলামাদের থেকে হওয়া মু'তাজিলা ইমামগণ, যারা বাহ্যিক উজ্জল্যতার প্রতি আকর্ষিত হয়ে এই বিষয়বস্তুতে একান্তভাবে ভরাডুবি করত: অভিজ্ঞতার দৃষ্টিতে অর্জন করা থেকে বিরত হয়ে সুদূর ফাসিকি অনুসরণীয় এক সাধারন মু'মিনের স্থরে তারা অবস্থান নিয়েছিলেন। তার সাথে ইসলামী সাহিত্যের প্রসিদ্ধপ্রাপ্ত প্রতিস্থাপিত আবুল-আলা মাররী এবং এতিমের ন্যায় ক্রন্দনরত অবস্থায় স্বাক্ষরী উমর হাইয়্যানদের ন্যায় বিজ্ঞরা এই বিষয়ের ক্ষেত্রে নফসে আম্মারার অনুকরণে স্বাদ অর্জনের বিস্বাদের সাথে, আহলে হাক্বিকাত ও পূর্ণতা থেকে তৈরী একটি অবহেলাময় সিলসিলাকে এবং অস্বীকৃতিকে খেয়ে: "অভদ্রতা করছ, বিধর্মীতে প্রবেশ করছ, নাস্তিক্যবাদীতাকে লালন করছ" এভাবে বলে বলে অপদস্থতার সাহিত্য নামী বিষাক্ত চড় তারা গ্রহণ করেছিল। একই সাথে, দর্শন মতবাদের অকার্যকর, বাতিল ভিত্তি এমন যে, আমি, নামের আমিও স্বীয় সত্বায় বাতাসের ন্যায় দূর্বল একটি মাহাত্ম হওয়ার অবস্থায়, দর্শনের মন্দপুষ্ট, অনিষ্ট দৃষ্টিতে বাহ্যিক অর্থের বিবেচনা লক্ষপাত করার কারণে; এমনকি দেখা যায় না এমন ধূমার ন্যায় ঐ আনা নামীয় অস্ত্রকে বিগলিত করে, পরবর্তীতে প্রণয় হৃদ্যতার দৃষ্টিতে এবং বস্তবাদীতায় আকৃষ্ট হওয়ার কারণে সর্ব চলনে তারা কঠোরতা প্রদর্শন করছে। পরে অনমনীয়ভাবে গাফলত ও অস্বীকারের মাধ্যমে একগুয়েমীতা ধারণ করেছে। এরপর অনিষ্টতার সাথে ধূলিজালের মেঘকে বিছিয়ে রাখে। ফলে তার মধ্যে থাকা আলোকভেদ্যতাকে হারিয়ে ফেলে। এরপর এভাবে চলে চলে ভারী বোঝা হয়ে তার মালিককে গলাধ করণে ব্যস্ত থাকে। মানব প্রকৃতির চিন্তা চেতনার দ্বারা বড় হতে হতে ফুলতে থাকে। এরপরে অন্যান্য মানুষদেরকে এমনকি বিষয় সম্পর্কিত কারণ ও মাধ্যম সমূহকে স্বীয় ক্ষেত্রে যুক্তি খাঠিয়ে মানুষদেরকে গ্রহণ করাতে এবং বিশুদ্ধতা অবস্থায় তাদেরকে দেখতে সুন্দর ও কুমন্ত্রীত ফিরআউনী চরিত্র কে ভক্ষণ করার ফলে ঠিক ঐ মুহুর্তে খালিকে যুল-জালালের নির্দেশের ঠিক বিপরীত বিতর্কতার সুবাসে নীজেকে অধিষ্ঠিত করে। مَنْ يُحْيِى الْعِظَامَ وَ هِيَ رَمِيمٌ কে আছে যে হাড়গুলোকে শুকিয়ে যাবার পর আবার জীবিত করবে) এভাবে বলে যেন মাঠ গরম করার ন্যায় মহান কাদিরে মুতলাকের সাথে তুচ্ছ ও অক্ষম শক্তি দিয়ে ঐ মহান সত্বাকে দোষী সাব্যস্থ করে। অথচ, সে বুঝতেই পারছে না ঐ মহান সত্বার গুণাবলীতে সে অংশীদারীতে অনুপ্রবেশ করছে। তার মনের

সাথে যাদের ঐক্যতা দেখতে পায় না এবং নফসে আম্মারা এর ফেরআউনী প্রবণতার প্রতি যারা প্রেমিক হয় না তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করে অথবা অস্বীকার করে নতুবা ভিন্নমূখী পরিবর্তনের তরে নিমজ্জিত হয়। মোটকথাঃ দর্শনবাদীদের একটি দল, মহান আল্লাহকে “মু'জিব বিয্যাত” (কৃতকর্মকে বাদ্যগতভাবে সম্পাদনকারী) বলেছিল। তার কর্ম সক্ষমতার স্বাধীনতাকে তারা অস্বীকার করেছিল। তার স্বাধীন কর্মক্ষেত্রে যত প্রমাণ পৃথিবীর আশেপাশে আছে সবকটিকে মিথ্যা বিবেচনা করেছে। হায় সুবহানাল্লাহ। এই কায়েনাতের তীক্ষ্ণ শস্য দানা থেকে নিয়ে সূর্য পর্যন্ত সমগ্র সৃষ্টিকুলঃ সাহায্যের শক্তির দ্বারা, বিশুদ্ধ পরিবেশনার দ্বারা, প্রকৌশলী হিকমতের দ্বারা, চূড়ান্ত পরিমাপের দ্বারা এগুলোর কারিগরের ইচ্ছাকে প্রদর্শনের প্রেক্ষাটে, এই অন্ধ,বধির দর্শনবাধীদের চক্ষু দেখতেই পারতেছে না। আবার এক প্রকার দার্শনিক যারা বলে-“আংশিক ব্যাপারগুলোতে খোদায়ী ইলমের কোন সম্পর্ক নেই” ইলমে এলাহীর সু-মর্যাদাময় বেষ্টনক্ষমতাকে অস্বীকার করে সমস্ত সৃষ্টিকুলের মধ্যে থেকে ভেসে আসা সাক্ষী সমূহকে তারা প্রত্যাখ্যান করেছিল। একই দর্শন কারণ সমূহকে মূল লক্ষ্য বস্তু বা মাধ্যম বলে প্রকৃতিবাদীতাকে আবিষ্কার করে। বাইশতম বাণীতে অকাট্যভাবে আলোচিত হওয়ার ন্যায়; এখানে বলছি সবকিছুতে সার্বিক দিক থেকে যিনি স্রষ্টা তার প্রতি বিশেষ, চমৎকার এমন মোহর সমূহ না দেখে, অক্ষম, অচেতন, মূর্খ, অন্ধ এবং উভয় দিকে অধিক ও ক্ষমতার ন্যায় অন্ধের হাতে অবস্থিত এই প্রকৃতিবাদকে বস্তুর স্রষ্টার গুন মূলধাতুকে প্রদান করতঃ হাজার হাজার উচ্চমুখী হিকমত সমূহ থেকে উপকৃত হয়ে এবং প্রত্যেকটি সৃষ্টি যেন একেকটি চিরঞ্জীবী চিঠি হিসেবে বিবেচনায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া এই সৃষ্টিকুলকে এক ধরনের তারা তাদের সম্পদ হিসেবে ব্যবহার করে যাচ্ছে।

একি ভাবে দশম বাণী হাসরের আলোচনায় প্রমাণ করার ন্যায় বলছি জনাবে হক্ব তার সমগ্র নাম সমূহের সাথে এবং মহাবিশ্বের সমগ্র বাস্তবমূখর হাক্বিক্বাতের সাথে এবং নবুওয়াতের সিলসিলার বিশ্লেষণতার সাথে এবং সমস্ত আসমানি কিতাব সমূহের সমস্ত আয়াতের সাথে উপস্থাপনের সাথে হাসর ও আখেরাতের দরজাকে খুজে না পেয়ে হাসরকে অস্বীকার করতঃ মানব রুহ সমূহকে এক প্রকার লাঞ্চনাময় চিরকালীন সনদ তারা প্রদান করেছিল। তদঃসত্বে, এভাবে এই আচরণধারী মিথ্যুকদেরকে অন্যান্য মাসআলা সমূহে বুদ্ধি ব্যবহার করতে পারো। অবশ্যই, শয়তানরা বলাবাহুল্য আমিনামীয় আমিত্বের ধোকাংশ ও তার পাঞ্জা দ্বারা বে-দ্বীন, নাস্তিক দার্শনিকদের জ্ঞান বুদ্ধিকে বাতাসে ভাসিয়ে, পথভ্রষ্টতার খাল-বিলে নিক্ষেপ করে বিস্তার জমিয়ে ছিল। ছোট দুনিয়া নামী মানবের মধ্যে থাকা আমি, বড় জগতের মধ্যে থাকার ন্যায় সীমালঙ্ঘনকারীদের থেকে বৈ-অন্য কিছু নহে। প্রমাণ হল-

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

নিঃসন্দেহে হেদায়াত গোমরাহি থেকে পৃথক হয়ে গেছে, এখন যারা গোমরাহকারী 'তাগুত' দেরকে মানবে না এবং আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করবে, সে ধারন কর নিয়েছে সুদৃঢ় হাতল যা ভাংবার নয়। আর আল্লাহ্ সবই শুনেন এবং জানেন। (বাকারা ২৫৬)

গত হওয়া বিশ্লেষণের আলোকপাত কারী হবে এমন এক কল্পনাসুলভ ভ্রমণের দৃষ্টিপাতী আকৃতিতে পূর্ণাঙ্গ উপযোগী হিসেবে 'লাম'আত' কিতাবের মধ্যে লেখাকৃত একটি দৃষ্টান্তপর ঘটনার সারকথা এখানে উল্লেখ করতে সংশ্লিষ্টতা এসেছে।

এই রিছালা এর সংকলনের আট বছর পূর্বে ইস্তাম্বুলে রামজান মাসে দর্শন মতবাদের সাথে সংশ্লিষ্টতা পাওয়া যায় পুরাতন সাইদের নতুন সাঈদে রুপান্তর হওয়া এমন এক হাঙ্গামার মধ্যে অবস্থান ছিল যে, সুরায়ে ফাতিহার শেষাংশে

صِرَاطَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّالِّينَ

আলোচ্য আয়াতের বর্ণিত ইশারা তিনটি বিষয়কে চিন্তাপ্রবণতা এমন এক কল্পনা প্রবণ ঘটনাকে, একটি দৃষ্টান্তপর ঘটনা, স্বপ্রলোকে সাদৃশময় একটি ঘটনা এমন দেখলাম যে,

আমি নীজেকে একটি বিশাল আকৃতির মরুভূমিতে দেখলাম। সেখানকার সমস্ত জমিনের উপরে, অন্ধকারাচ্ছন্ন, বিরক্তিকর এবং গলতকর এক মেঘের টুকরা ছায়াদার রকমে বিস্তৃত হয়ে আছে। এক পর্দা স্বরুপ হয়ে আছে। সেখানে না কোন মায়াবী আবহাওয়া, না আছে আলো, না আছে জীবন সচলকারী কোনও পানির ব্যবস্থা , কোন কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না। সবদিকে রয়েছে জানোয়ার, ক্ষতিকর এবং হিংস্র মাখলুক দ্বারা পরিপূর্ণ এমন এক অবস্থাকে কল্পনা করলাম। অন্তরে অধিষ্ঠিত হল যে, এই জমিনের অন্য দিকে আলো, কোলাহল আবহাওয়া এবং আবে-হায়াত বিদ্যমান আছে। ঐ দিকটাতে যাওয়া জরুরী। দেখলাম যে অনিচ্ছা সত্বেও অতিক্রম করতে পাড়ি দিতে তৌফিক অর্জন করতেছি। জমিনের ভিতরে, টানেলের ন্যায় (সুড়ঙ্গ বাহন) একটি গিরিগুহার প্রতি নিকটস্ত হলাম। এবাবে গিয়ে গিয়ে ভূ-পৃষ্ঠের ভিতরে এক সফর করলাম। দেখলাম যে, আমার পূর্বে ঐ গুহা পথে অনেকেই গত হয়েছে। সবদিকে শ্বাসরোধকর অবস্থায় তারা পথিক ছিল। তাদের পায়ের ছাপ আমি ওখানে দেখছিলাম। কারো কারো এককালিন আওয়াজ শুনছিলাম। পরে শোরগুল বন্ধ করা হয়ে গিয়েছিল।

এখন হে, কল্পনার জগতে আমার সাথে আমার এই ভ্রমণের কল্পনাকারী হয়ে শরীক হওয়া আমার বন্ধু! ঐ জমিন হল তাবিয়াতের (প্রকৃতিবাদের) এবং প্রকৃতিবাদী দার্শনিকদের। যদি ঐ টানেলের কথা বলি, তাহলে এটা দার্শনিকদের চিন্তা-চেতনার সাথে হাক্বিক্বাতের প্রতি পথ উন্মোচনের জন্যে উদগত কর্মপদ্ধতি। আর দেখতে পাওয়া পায়ের ছাপ সমূহ যদি বলি, তাহলে এটা হল আফলাতুন (প্লেটু) ও এরিষ্টেটলদের ন্যায় ঐ প্রসিদ্ধ লোকদের ইঙ্গিত। (ব্যাখ্যা: "তুমি কেনই বা এই বিখ্যাত ব্যক্তিদের বিপরীত অবস্থা নিয়েছ? তুমি তো একটি মাছির তুল্য হয়ে ও ঈগলের উড়ন্ত ব্যাপারে জামেলা তৈরী করছ?" আমি ও বলিব যে, কোরআনের ন্যায় এক মহান চিরঞ্জিব এক উস্তাদ থাকাবস্থায়, পথভ্রষ্টতার শিকড়ে যাওয়া দর্শনের এবং সন্দেহপ্রবণ শিখড়ীও থাকা জ্ঞানের ছাত্র হওয়া ঐ বিখ্যাত ঈগলদের প্রতি, হাক্বিক্বাত ও মা'রিফাতের পথে তাদেরকে একটি মশা-মাছির ডানার সমতুল্য মূল্যায়ন করতে আমি বাধ্য নহে। আমি তাদের থেকে যে পরিমাণই নিম্নে হই না কোনো তাদের উস্তাদ ও আমার উস্তাদ কোরআনের থেকে তারা হাজার গুণ নিম্নস্থরের। আমার উস্তাদের হিম্মতের সাথে, তাদের নিমজ্জিত করা বস্তু আমার পাঁ কেও ভিজাতে পারে নাই। হাঁ, বড় এক বাদশাহর, তার কানুন ও আদেশ-নির্দেশের বহনকারী ছোট কোন ব্যক্তি ছোট একটি বাজপাখি বড় কোন মার্শাল থেকে আরও বড় মাপের কার্যবিধি প্রত্যক্ষ করতে পারে।) আর যদি শ্রুতিত আওয়াজকে বুঝাই, তাহলে এটা হল ইবনে সিনাও ফারাবীর ন্যায় বিখ্যাতরা। হাঁ, ইবনে সিনা এর অধিকাংশ কথাবার্তা নীতিপন্থায় অনেক স্থানে দেখছিলাম। পরে সবকটি-ই আওয়াজ কর্তিত হয়েছিল। আর অতিরিক্ত পথে যাওয়া হয় নাই, অর্থাৎ কণ্ঠরোধ করা হয়েছিল। যাই হোক না কেন, তোমায় দুশ্চিন্তা থেকে রক্ষা করার লক্ষে কল্পনার নিম্নদেশে হাক্বিক্বাতের একটি কোণের ইঙ্গিত দেখালাম। এখন আবার ভ্রমণে ফিরছি।

এভাবে যেয়ে যেয়ে দেখলাম যে আমার হাতে দুটি বস্তু প্রদান করা হয়েছে। একটি হল- ইলেক্ট্রিক; যা ঐ ভূমির তলদেশে প্রকৃতবাদীতার অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থাকে আলোকপাত করত; বিস্তৃত। দ্বিতীয়টি হল:- একটি বাহনের সাথে ও দোল খাওয়ানো শিলা। পাহাড় তুল্য পাথর সমূহকে চুর্ণবিচুর্ণ করে আমার পথ খোলে দিচ্ছে আমার কর্ণ শ্রবণ করল যে, "এই ইলেক্ট্রিকের সাথে এই বাহন, কোরআনের খাজীনা থেকে তোমায় প্রদান করা হয়েছে।" যাই হোক অনেক সময় এভাবে পাড়ি দিলাম। দেখলাম যে, ময়দানের অন্য দিকে বের হয়ে গিয়েছি। অত্যান্ত মধুময় শরৎকালীন ধাতুর মধ্যে মেঘহীন এক সূর্য, প্রাণ নির্বারক এক মৃদু মন্দ বাতাস,

প্রাণবন্ত এক সুস্বাদু পানি, চতুর্দিক এক শান সৈকতপূর্ণ এক অন্যরকম দুনিয়া দেখলাম। সাথে সাথে আলহামদুলিল্লাহ বলিলাম। পরে দেখলাম যে, আমি নীজে নীজের মালিক নহি। কেউ একজন আমাকে যোগ্যতার পরিক্ষা করছে। আবার প্রথমকার অবস্থায় ঐ বিশাল সাহারায় স্বাসরোধী মেঘের নীচে নীজেকে দেখলাম। আরও অন্য রকম এক পথে একজন চালক, আমায় সরবরাহ করছিল। এবারের পথ জমিনের নীচে নহে,বরং সফর ও ভ্রমণের সাথে ভূ-পৃষ্টকে কর্তন করতঃ অন্য পথের পথিক হয়ে যাচ্ছিলাম। ঐ ভ্রমণ পথেও এখন এক আকস্মিক ও আনুকা এক প্রেক্ষাপট দেখছিলাম যে, এর পরিচয় করা অসম্ভব। যেথায় সাগর আমায় ক্রুদান্বীত ভাব দেখাচ্ছে। ঘূর্ণিবায়ু ও জড় আমাকে ভয় দেখাচ্ছে। আশেপাশের সবকিছু আমার জণ্যে বিপদাপদ সম্পর্কি মুসকিল অবস্থান সৃষ্টি করছে। কিন্তু ঘুরে ফিরে আমায় ক্বোরআন থেকে প্রদানকৃত এক ভ্রমণ পাথেয় এর দ্বারা আমি ঐ সকল কিছুকে অতিক্রম করছিলাম। খুব সম্ভবত এদের কেউই আমার ধারে কাছে আসতে পারছিল না। এভাবে যেতে যেতে দেখছিলাম যে, সকল দিকে ভ্রমণকারীদের জানাযা সমূহকে পাওয়া যাচ্ছে। এই ভ্রমণকে সমাপ্তিকারী হাজারে যেন একজন পূর্ণ করতে পেরেছে। যাই হোক ঐ মেঘের প্রকান্ড থেকে রক্ষিত হয়ে, জমিনের অন্য দিকে অতিক্রম করে খুবই মাধুর্যময় সূর্যের আলো দেখতে পেলাম। রুহ-আফজার প্রশান্তিকর কোলাহল, মনোরম আবহাওয়াতে শ্বাস গ্রহণ করে আমি আলহামদুলিল্লাহ বলিলাম। পরিশেষে ঐ জান্নাতের ন্যায় ঐ জগতে আমার সফর শুরু করলাম। অত:পর, দেখলাম যে, কেউ একজন আছে যে, আমাকে ওখানে ছেড়ে দিচ্ছে না। অন্য এক পথ আমাকে দেখাবে এর ন্যায়, আবার আমাকে হঠাৎ করে ঐ বিভিষিকাময় পূর্বের মরুভূমিতে নিয়ে এসেছে। এখানে দেখলাম যে, উপর থেকে নেমেছে এমন যেন লিফটের ন্যায় ভিন্নমূখী পন্থার অনেক পাখি সদৃশ বিমান, গাড়ি, অনেক গাছের পাতার ঝুড়ির ন্যায় বস্তুসমূহ দেখতে পাওয়া যায়। ধারণ ক্ষমতা ও যোগ্যতার নিরিখে এদেরকে যদি নিক্ষেপ করা হয় তাহলে উপরের দিকে টানে, নিয়ে যায়। আমি ও একটাকে নিক্ষেপ করলাম। তখন আমি দেখলাম যে, এক মিনিটের গতি স্থলে মেঘের উপরে আমাকে নিয়ে এসেছে। অতি মনোহর, সুপরিবেশিত, সবুজ পাহাড় সমূহের উপরাংশে আমি বাহির হলাম। ঐ মেঘের স্থর পাহাড়ের অর্ধেকে ও আসে নাই। যা এতই সুন্দর মনোলোভা আবহাওয়া, চূড়ান্ত মানের সুস্বাদু পানীয়, সর্বোচ্চ শান্তদায়ক এক আলো চতুর্দিকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। দেখলাম যে, ঐ লিফটের ন্যায় নূরানী ঘরসমূহ, সবদিকে বিদ্যমান। এমনকি দুনো ভ্রমণে জমিনের অন্য পাশে যেন স্বচক্ষে দেখতে পেয়েছি। তবে ঐ সময় আমি বুঝতে পারি নাই। এখন বুঝতে পারছি এমন যে, এগুলো কোরআনে হাকিমের আয়াত সমূহের কিরণ সমূহ। ফলপ্রসূতে وَلَا الضَّالِّينَ এর ইঙ্গিত প্রদানকৃত প্রথম সফরী পথ হল, প্রকৃতিবাদীতাকে বিস্তৃতকারী ও নাস্তিক্যবাদের বহনীয় পথছিল, এটা যার মধ্যে হাক্বিক্বাত ও নূরের পথকে অতিক্রম করার লক্ষে কি পরিমাণ মুসকিলাত হতে পারে এটা অবলোকন করতে পারতেছ। আর غَيْرِ الْمَغْضُوبِ এই অংশের ইশারাকৃত পথ হল দ্বিতীয় পথ, মাধ্যম সমূহের উপাসনাকারীদের এবং কারণসমূহের আবিষ্কারক ও এর প্রভাব বিস্তারকারীদের পথ প্লেটোদের ন্যায় বিখ্যাতরা, কেবল আকলের শক্তি দিয়ে, তাদের ফিকির দিয়ে বাস্তবতার বাস্তবতা ও ওয়াজিবুল উজুদের পথকে উন্মোচনকারীর পথ। আবার اَلَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ এই হল তৃতীয় পথ, যা ছিরাতে মুছতাকিমের অনুসারী হওয়া আলে কোরআন এর নূরানী পথের পথিক যে, একেবারে সংক্ষেপ, আরামপ্রদ, প্রশান্তিময় সবার তরে খোলা, আসমানি, বহুমানী, নূরানী পথিকদের বিশুদ্ধ রাস্তা।

দ্বিতীয় প্রসঙ্গ "অনু"

(অনু সমূহের রুপান্তরিত অবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট)

নিম্নের আয়াতের খাজীনা থেকে একটি অনুকে ইঙ্গিত করা হবে

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلٰى وَ رَبِّى لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِى السَّمٰوَاتِ وَلَا فِى الْاَرْضِ وَلَٓا اَصْغَرُ مِنْ ذٰلِكَ وَلَٓا اَكْبَرُ اِلَّا فِى كِتَابٍ مُبِينٍ

কাফেররা বলে আমাদের উপর কেয়ামত আসবে না। আপনি বলুন কেন আসবে না? আমার "পালনকর্তার" শপথ-অবশ্যই আসবে। তিনি অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত। নভোমণ্ডলে ও ভু-মন্ডলে অনু পরিমাণ কিছু তার অগোচরে নয়, না তদপেক্ষা ক্ষুদ্র এবং না বৃহৎ-সমস্তই আছে সুস্পষ্ট কিতাবে। (সাবা ৩)

(এই আলোচ্য বিষয়কে একটি "ভূমিকা" এর সাথে "তিনটি পয়েন্ট থেকে বিশ্লেষিত ও সংশ্লিষ্ট করা হবে ।)

ভূমিকা

অনুসমূহের রুপান্তরঃ মহান স্রষ্টা নাক্কাশে আযালের কুদরতী কলম, দুনিয়ার কিতাবের মধ্যে উপস্থাপিত তার অস্তিত্যের নিদর্শনাবলীর সময় প্রক্ষালের একটি ঝাকি ও কম্পন স্বরুপ। নতুবা বস্তুবাদীরা ও প্রকৃতিবাদীদের ধারণা করার ন্যায় অলীক খেলা এবং সংমিশ্রণ এর বিবেচনায় তা অর্থহীন এবং অবস্থানী নহে। তার কারণ হল; সমগ্র সৃষ্টিকোলের ন্যায় সুক্ষ অনুসমূহ এবং শরিষার এই সকল দানা প্রথম গতিপথেই "বিছমিল্লাহ" বলে। কারণঃ সীমাহীন, সক্ষমতা থেকে আরো অধিক বোঝা সমূহকে বহন করে এবং একটি গমের পরিমাণ এক বীজ বিশাল এক পাইন বৃক্ষের ন্যায় এক বিশাল বোঝা তার ঘাড়ে বহন করার ন্যায়........ তার পাশাপাশি দায়িত্ব কর্তব্যের শেষ প্রান্তে সে "আলহামদুল্লিাহ" বলে। এর ও কারণ হল: সমস্ত বোধগম্যতা যা উৎকৃষ্টতায় ব্যায় ও ছেড়ে দেওয়াকারী হিকমতপূর্ণভাবে এক শিল্প কারিগরির সৌন্দর্যতা, যা উপকারী এক চিত্রকর্মের আকর্ষনকে তুলে ধরার সাথে সাথে মহান সানিয়ে-যুল-জালালের প্রসংশা-গীতিতে এক তারিখনামী গজল এর ন্যায় সমুন্নত এক নিদর্শনকে উপস্থাপন করে। যেমন-আগুন ও ভুট্টার মিশ্রণের ব্যাপারটাকে লক্ষ কর। নি:সন্দেহে, অনু সমূহের রুপান্তরী অবস্থান:

(ব্যাখ্যা: চলিত এই দ্বিতীয় প্রসঙ্গের অনুসমূহের রুপান্তর এর সাতে সংশ্লিষ্ট পরিচয় উপস্থাপনের অনেক লম্বা এক বাক্যাংশের ব্যাখ্যা স্বরুপ ইহা।

মহান গ্রন্থ ক্বোরআনের মধ্যে "ঈমামে মুবিন" এবং "কিতাবে মুবিন" অসংখ্য স্থলে উল্লেখ করা হয়েছে। আর এ ব্যাপারে মুফাসিসরিনে কেরাম এগুলোকে "দুনোটাই এক কথা" দুনোটাই পৃথক বিষয়" এভাবে উল্লেখ করেছেন। মৌলিক দৃষ্টিতে এর বর্ণনা ব্যাখ্যা আলাদা। সারকথা হল: "এলাহীর ইলমের শিরোনাম এগুলো তারা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ক্বোরআনের ফয়েজ ও বরকতের সাথে আমি এমনটি অর্জন করেছি যে; **"ঈমামে মুবীন" ইলিম এবং এলাহীর হুকুমের প্রকার সমূহের সংশ্লিষ্ট একটি প্রকার এমন যে, যা পঞ্চইন্দ্রিয়ের জগৎ থেকে পঞ্চইন্দ্রীয়ের দুনিয়ার বাহিরের জগতে দৃষ্টিপাত করে। দৃশ্যমান থেকে অদৃশ্যমানে লক্ষপাত করে। অর্থাৎ বর্তমান কালের থেকে বেশী অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের দিকে দৃষ্টিপাত করে।** এর অর্থ সবকিছুর বাহ্যিক অস্তিত্য থেকে অধিকভাবে তার মূল, ভিত্তি এবং আসল ঝোকের প্রতি ও বীজ সমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করে। এটা এলাহীর সৃষ্ট ভাগ্যের সাথে জড়িত একটি খাতা। আর এই খাতার অবস্থান ও অস্তিত্য ছাব্বিশতম বাণীর ভাগ্যের আলোচনায় একি সাথে দশম বাণী যা হাসর সংশ্লিষ্ট এর ব্যাখ্যাতে প্রমাণিত করা হয়েছে। যাই হোক, এই "ঈমামে মুবীন" যা হল একটি ইলিম ও এলাহীর হুকুমে অন্তর্ভুক্ত একটি প্রকার, একটি শিরোনাম। অর্থাৎ বস্তুর প্রারম্ভিক অবস্থান ও তার ভিত্তি সমূহ ও আসল, অত্যান্ত বিচক্ষণতার পরিবেশনায় তার অস্তিত্য সমূহকে অতি শিল্পকর্মের দ্বারা অস্তিত্যবান করাটার বিবেচনায় ওতপ্রোতভাবে ইলমে এলাহীর বিধান সমূহের সংবিধানের সাথে সন্নিবেশিত করাটাকে ফুটিয়ে তুলছে এবং বস্তুর পরিশেষে কি হবে তার

ফলাফল সমূহকে, ভিত্তি সমূহকে ও বীজসমূহকে ভবিষ্যতে আগত সৃষ্টি চিত্রের প্রোগরাম সমূহকে, সূচি সমূহকে একত্রিত করনার্থে নি:সন্দেহে এলাহীর আদেশের একটি ছেট্র সারাংশ হওয়াটাকে জানান দিয়ে যাচ্ছে। উদাহরণ হিসেবে, ক্ষুদ্র একটি বীজ সমস্ত বৃক্ষ সমূহের কেন্দ্রস্থলে পরিবেশিত হবে এমন সকল প্রোগরাম সমূহকে এবং সূচি সমূহকে এমন কি ঐ সূচিপত্রে ও প্রোগরাম সমূহকে সুনির্দিষ্টকারী ঐ সৃষ্টি বস্তুর নড়াচড়ার নির্দেশনা সমূহের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র একটি সার সংক্ষেপের আওতায় রয়েছে তা বলা যেতে পারে। মোট কথা: "ঈমামে মুবীন", অতীত ও ভবিষ্যতের এবং অদৃশ্যমান জগতের আশপাশে শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত সৃষ্টি বৃক্ষের একটি প্রোগ্রামকে একটি ফিরিস্তিকে নির্দেশনা করে। আর এই অর্থ প্রদানের উল্লেখিত **"ঈমামে মুবীন" কদরে এলাহির এক ডায়েরী এক সমষ্টিময় বিধানিক রুপ**। ঐ বিধান সম্বলিত রুপের নিস্কৃতি ও প্রশস্থ হুকুমের সাথে ক্ষুদ্র অনু সমূহ, বস্তু সমূহের অস্তিত্যের খেদমতে ও তার প্রবাহমানতায় নির্দেশনা করাতে হস্তান্তরীত, তবে যদি "কিতাবে মুবীন" কে বুঝতে চাই, এটা অদৃশ্যমান জগৎ থেকে দৃশ্যায়ন জগৎ কে সম্বোধন করে। অর্থাৎ, অতীত ও ভবিষ্যৎ কাল থেকে, অধিক সাময়িক, বর্তমান কালকে লক্ষপাত করে এবং ইলিম ও হুকুম আহকাম থেকে বেশি কুদরত এবং এলাহির ইচ্ছার একটি শিরোনাম, একটি ডায়েরী, একটি কিতাব। এখন **যদি "ঈমামে মুবীন" ভাগ্যের ডায়েরী হয়, তখন 'কিতাবে মুবিন" কুদরতের ডায়েরী হবে।** অর্থাৎ সকল সৃষ্টির অস্তিত্যের মধ্যে, তার তাৎপর্যের মধ্যে এবং গুণাগুনে ও তার বিষয়াদিতে শিল্পায়নের পূর্ণতা ও পরিবেশনাকে প্রদর্শন করছে যে, একটি পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতার বিধানবলীর সাথে এবং একটি কার্যকরি নিয়মতান্ত্রিকতার সাথে অস্তিত্যে অস্তিত্যবান করছে, পোষাক পরাচ্ছে। আকৃতি সমূহকে নির্ধারণ, বিশেষায়ন করত: একেকটি সুনির্দিষ্ট পরিমাণ, একেকটি বিশেষ আকুতি প্রদান করছে। অর্থাৎ ঐ কুদরত এবং ইচ্ছার সার্বিক ও সার্বজনীন এক সমষ্টিময় বিধানাবলীর কিতাব, একটি বড় মাপের ডায়েরী হিসেবে অবস্থিত যে, প্রত্যেক বস্তুর বিশেষ দেহাবয়ব এবং সুনির্দিষ্ট আকার সমূহকে ঐ ইচ্ছানুযায়ী পুঁতা হয়, বপন হয়, পরিধান করানো হয়। অত:এব, এই ডায়েরীর অস্তিত্য "ঈমামে মুবীন" এর ন্যায় ভাগ্য ও ইচ্ছাশক্তির মাসআলাকে প্রমাণিত করা হয়েছে। আহলে গাফিল ও পথভ্রষ্ট এবং দর্শনবাদীদের নির্বোদ্ধিতায় লক্ষ কর যে, কুদরতে ফাতির আল্লাহর এই লওহে মাহফুজের এবং তার হিকমত, রবের ইচ্ছার এই সুস্পষ্ট কিতাবের এই অস্তিত্য বস্তুর উজ্জলতাকে বিপরীত অবস্থানকে, দৃষ্টান্তকে তারা মাত্র অনুভব করেছিল। দুঃখজনকভাবে অসম্ভব, তারা "প্রকৃতিবাদীতার" নামের সাথে এর নামকরণ করেছে। অন্ধত্ববাদে লিপ্ত হয়েছিল। বস্তুবাদী হয়েছিল। সুতরাং "ঈমামে মুবীন" এর প্রশস্থ বিস্তারের সাথে অর্থাৎ ভাগ্যের হুকুমের সাথে এবং কদরের বিধানের সাথে এলাহীর কুদরতের প্রতি বস্তুসমূহের সৃষ্টি করণে প্রত্যেকটি একেকটি আয়াতপূর্ণ নিদর্শন হওয়া অস্তিত্যময় সৃষ্টির সিলসিলাকে "লাওহে মাহ-ও-ইছবাত" (ধ্বংস ও সৃষ্টিকরণ বিধান) বর্ণনাকৃত সময়ের সর্ব মুহূর্তের সকল ঘটমান অবস্থার লিপিবদ্ধ সহিফাতে লেখা হচ্ছে, হারিয়ে যাচ্ছে না, সুক্ষাতীসুক্ষ অনু সমূহ ঐ পন্থায় নড়াচড়া করছে।

অর্থাৎ অনুসমূহের অবস্থার সার্বিক রুপান্তর; ঐ লেখা থেকে, এ অনুলিপি থেকে, অস্তিত্যশীল সবকিছু, অদৃশ্যমান জগৎ থেকে দৃশ্যমান জগতে এবং ইলিম থেকে কুদরতের প্রতি অতিক্রান্ত হওয়াতে একটি কম্পন, একটি প্রবাহমান ক্রিয়া বৈ কিছু নহে। আবার, "ধ্বংশ ও আবার সৃষ্টিকরন বিধানমূখী কিতাব" কে যদি চিন্তা করা হয়, তাহলে সুপ্রতিষ্টিত ও স্থিতিশীল হওয়া "সুপ্রসিদ্ধ মহান লওহে মাহফুজ" এর সৃজিত ও সৃষ্টি হবে এমন দফতরে, অর্থাৎ মৃত্যু ও জীবন, অস্তিত্য ও অনস্থিত্যের প্রতি সার্বক্ষণিক প্রকাশ পাওয়া বস্তু সমূহের মধ্যে থাকা একটি পরিবর্তশীল এক ডায়েরী ও অনুলিপিবদ্ধময় এমন এক সিংহাসনী তখত যে, মৌলিক সময় হল এটাই। হাঁ, প্রত্যেক বস্তুর একটি হাক্বিক্বাত থাকার ন্যায় আমাদের উল্লেখিত সময় বলাটা পৃথিবীতে প্রবাহ, ধারণ হওয়া একটি সু-মহান নদীর হাক্বিক্বাত ও "লাওহে মাহ-ও-ইছবাত" (ধ্বংশ করনও সৃষ্টিকরণ বিধানী তখতের) নামীয় কিতাবের কুদরতী পৃষ্টার ও তার সাথে সংযুক্তির হুকুমের আওতাভুক্ত ও বিদ্যমান রয়েছে।)

لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ

গায়েবী জগত থেকে হওয়া সবকিছুর অতীত মৌলিক ভিত্তিতে এবং ভবিষ্যতে বংশবিস্তারে কারণ ও ইলিম এবং এলাহীর নির্দেশের এক শিরোণাম হওয়া এই "ঈমামে মুবীন" এর নীতিবর্ধক বিধানাবলীর এবং অনুলিপির বিশাল প্রশস্ততার নীচে এবং উপস্থিৎ কালের দৃশ্যমান জগতের থেকে রুপ ও আকৃতি লাভ এবং বস্তুর সৃষ্টিতে পরিচালনার ক্ষেত্রে মাধ্যম হওয়া কারণ এবং কুদরত ও এলাহীর ইচ্ছার একটি হেডলাইন হওয়া এই "কিতাবে মুবীন" থেকে লিপিবদ্ধকরণের সাথে এবং চলমান কালের হাক্বিক্বাত বাস্তবতাকে এবং বস্তুর সৃষ্টি ও শেষ হওয়ার ব্যাপারে লিপিত পৃষ্টা হওয়া পূর্বেল্লিখিত লাওহে-মাহ-ও-ইছবাতের মধ্যে কুদরতের শব্দাবলীকে লেখা এবং রেখা টানা থেকে আগত গতিশীলতা এবং এর মধ্যে থাকা অর্থবহুল কম্পন বৈ কিছু নহে।

প্রথম পয়েন্টঃ- এখানে দুটি প্রসঙ্গঁ আছে।

প্রথম প্রসঙ্গ:- প্রত্যেক শরিষার দানাতুল্য অনুতে, যেমন তার নড়াচড়ায় তেমনি তার নিরবতায় যেখানে দুটি সূর্যের ন্যায় দুটি একত্ববাদের ইঙ্গিতকারী নূর চমৎকৃত হচ্ছে। কারণ হল, দশম বাণীর প্রথম ইশারাতে সংক্ষিপ্তভাবে এবং বাইশতম বাণীতে ব্যাখ্যামূলকভাবে প্রমাণ করার ন্যায়; এখানে ও প্রত্যেকটি অনু, যদি এলাহীর অনুগত কর্মদায়িত্বান না হয় এবং যদি এলাহীর অনুমোদন ও ইচ্ছানুসারে পরিভ্রমণ না করে সাথে সাথে এলাহীর সুমহান জ্ঞান ভান্ডার ও তার ক্ষমতায় শক্তিবান হয়ে অবস্থান তৈরী না করে; তাহলে ঐ সময় প্রত্যেকটি অনুতে এমনি এমনিতে এক জ্ঞানশক্তি, সীমাহীন ক্ষমতা, সবকিছু দেখতে পায় এমন এক চক্ষু, সবকিছুকে অবলোকনকারী এক চেহারা, সবকিছুতে অতিক্রমকারী এক ভাষা পাওয়াটা আবশ্যক হয়ে পরে। যুক্তির নিরীখে, উপাদানে বিস্তৃত সমস্ত অনুকনা, প্রত্যেক জীবন্ত ভোগী দেহে পরিপাটিভাবে কাজ করে নতুবা কাজ করতে সক্ষম। বস্তু সমূহের পরিবেশনা এবং তার আকৃতি উভয়টি একে অপর থেকে ভিন্ন। এই সকল সুক্ষ দক্ষতার সক্ষমতা যদি না জানে, তাহলে কাজ করতে পারা দুষ্কর আর যদি স্বয়:ক্রীয় স্বক্ষমতায় কাজ করতে পারলে ক্রটিযুক্ত হওয়া অসম্ভব। অথচ, এই অনুরা তাদের কার্যসম্পাদন নিখুতভাবে করে যাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে, এই খেদমতগার অনুসমূহ হয় কোন মহান পরাক্রমশালী সত্বার অনুমতিতে এবং তার হুকুমের মাধ্যমে এবং তার মহান জ্ঞানেরও ইচ্ছার অধীনে কর্মসম্পাদন করে যাচ্ছে নতুবা স্বীয় ক্ষমতা বলে এমন এক সীমাহীন জ্ঞান ক্ষমতার অধিকারী হয়ে কাজ আঞ্জাম দিতে অপরিহার্যতায় বিদ্যমান রয়েছে। অবশ্যই, বাতাসের মধ্যে থাকা প্রত্যেক অনু, প্রত্যেক জীবন্ত দেহসমূহে প্রত্যেক ফুলের প্রতিটি ফলের মধ্যে, প্রত্যেকটি পাতার মধ্যে প্রবেশ করত তার কাজ আঞ্জাম দিতে পারে। কিন্তু বলা বাহুল্য, এগুলোর প্রত্যেকটির আকৃতি অত্যান্ত ব্যতিক্রম ও ভিন্ন, আলাদা আলাদা একটি নিরংকুশ পরিবেশনায় তা পরিচালিত। একটি তিন ফলের কারখানাকে যদি মনেও করে নেই যে ইহা একটি পশম কাপড় এর কারখানা স্বরুপ: একটি ডালিম ফলের কারখানা ও চিনির কারখানা স্বরুপ হয়ে যাবার কথা ও ইত্যাদি..... ঐ ভিত্তি সমূহের চেহারা সমূহের প্রোগ্রাম সমূহ সম্পূর্ণভাবে আলাদা ও ভিন্নমূখী। এখন চিন্তা করি ঐ বাতাসের মধ্যে থাকা প্রভাবকারী অনু প্রভাব বিস্তারে কার্যক্রম চালিয়ে যেতে বাতাসের ভিতরে প্রবেশ করে এবং অতি হিকমত পূর্ণভাবে এবং কোন রকমের ক্রটিবিচ্যুতী ছাড়া কাজ আঞ্জাম দিয়ে যায়। তার কর্ম দায়িত্ব শেষে স্বীয় পথে চলে যায়। অতএব, আবহমান এই বাতাসের প্রবাহমান আন্দোলিত অনুটি, হয়তুবা তরুলতায় অথবা জীব প্রজাতিকে এমন কি ফল সমূহের প্রতি এবং ফুল সমূহের মধ্যে আবরিত আকৃতি, নমুনার পরিমাণের রুপায়নকে সাধারণ প্রচলনীয় শুক্ষতার দক্ষতা জানা থাকার আবশ্যকীয়তার পর্যায়ে, নতুবা এগুলো বিজ্ঞ কাহারও হুকুমের এবং তার ইচ্ছার দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার সাথে সৈনিক হওয়া একান্ত জরুরী হওয়ার ন্যায় কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়াটা অপরিহার্য; স্থির এই জমিন, নীরব থাকা এই প্রত্যেকটি বিন্দুময় ক্ষুদ্রবস্তুকে; সমস্ত ফুলবাহী লতাপাতার এবং ফলবাহী বৃক্ষ সমূহের বীজ সমূহে মাধ্যম ও উৎপত্তিস্থল হওয়ার উপযুক্ততা থেকে, সেই বীজ এই বৃক্ষ অনুতে সংশ্লিষ্ট হোক না কেন অর্থাৎ সমতুল্যতার দৃষ্টিকোণে থাকালে একটি বিন্দুর আওতায় হওয়া এক মুষ্টি মাটির প্রতি তার স্বীয় একান্ত বিশেষ এক কারখানা এবং সমগ্র প্রয়োজনীয়তা এবং তার রুপ রুপায়নে আবশ্যকীয় সকল অংশাবলীকে পাওয়া যাওয়াটা থেকে ঐ অনুর মধ্যে এবং ঐ অনুর অঙ্গবিশেষ হওয়া ঐ একমুষ্টি মাটির মধ্যে; বৃক্ষাবলী এবং লতাপাতা ও ফুলসমূহ এবং ফলসমূহ এর ভিন্নমূখী প্রকারাদির পরিসংখ্যানে পরিবেশিত আধ্যাত্মিক এক মেশিন ও কারখানাকে পাওয়াটা অথবা অলৌকিকভাবে সবকিছুকে নেই থেকে সৃষ্টি করা এবং সবকিছুকে সব কিছুর মধ্যে এবং সকল দিক থেকে জানে এমন এক প্রজ্ঞা ও ক্ষমতা খুজে পাওয়া একান্ত জরুরী, নতুবা কোন এমন শক্তি জরুরী যে, সার্বজনীনভাবে ক্ষমতাবান, এক মহাজ্ঞানী যিনি সবকিছুতে

জ্ঞানবান তার হুকুম ও অনুমতি সাপেক্ষে, বেষ্টনীর সাথে তার ক্ষমতার সাথে এই অনু সমূহ তাদের কার্যক্রম উপস্থাপন করতঃ চালিয়ে যাচ্ছে।

হাঁ, যেমনটি কোন আগন্তুক অনারব ব্যক্তি, যে গ্রাম্য ও সাধারণ এবং অন্ধ ব্যক্তি; সে যদি ইউরোপে যায়, আর সমস্ত ঐখানকার কারখানা সমূহে, গুদাম সমূহে প্রবেশ করে, তার সাথে অভিজ্ঞ ব্যক্তির ন্যায় অতি নিখুঁতভাবে সমস্ত বাণিজ্য কর্মস্থলে, প্রত্যেক বিল্ডিংগে প্রবেশ করতঃ এমন যোগ্যতা দেখায় যে, অতি সুক্ষভাবে পরিপূর্ণতার সাথে কৌশলী কর্ম কান্ড উপস্থাপন করে তাহলে ঐখানকার সকলেই বিস্মিত হওয়া ছাড়া অন্য উপায়ে থাকানোর কোন সুযোগ নেই। এই লোকটির অনাকাঙ্খিত এই অভিজ্ঞতার ব্যাপারে সাধারণ যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তি ও এটা বুঝে এই লোকটি স্বীয় দক্ষতা ক্ষমতায় কাজ করছে না হয়তু তার মধ্যে কোন সামগ্রিক ক্ষমতাবান উস্তাদের হাত রয়েছে। যে তাহাকে শিখায় এবং এভাবে কাজ করায়। একিই ভাবে কোন অন্ধলোক, অক্ষম ব্যক্তি, যে স্বীয় স্থল থেকে দাড়াতে পারে না, যে সাধারণ কোন কেবিনে বসার ন্যায় ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত। অথচ ঐ কেবিন একটি দিরহাম তুল্য ছোট একটি পাথর, হাড়, সুতার ন্যায় একেকটি উপাদান দেওয়া ছাড়া অন্য কোন ক্ষমতা রাখে না। অথচ এ কেবিন নামীয় ছোট অবস্থান স্থল থেকে বিশাল কারখানা থেকে বের হওয়া পরিমাণ অসংখ্য চিনি, অসংখ্য সবুজ রঙের পোষাক, হাজার হাজার অলংকারাদী, অতি মাত্রায় নিখুঁত বিজ্ঞতা সম্পন্ন পরিশোভিত কাপড় চোপড়, সু-স্বাদু খাবার এমন সবকিছু যদি ঐ অক্ষম, অন্ধ ব্যক্তির কেবিন থেকে বের হয়ে আসে তাহলে অনু পরিমাণ আকল বুদ্ধি যার মাঝে আছে সে কি বলবে না যে, "ঐ লোকটি অত্যান্ত অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন কোন সত্তার ও তার অলৌকিক ইচ্ছার দ্বারা পরিচারিত কারখানা থেকে কর্মরত থাকা কোন সিকিউরিটি নতুবা দারোয়ান বৈ কিছু ই হবে না"। একই ভাবে ও; বাতাসের মধ্যে থাকা অনু সমূহ, প্রত্যেকটি একেকটি মাকতুবাতে সামাদানিয়্যা একেকটি আকস্মিক খোদায়ী শিল্পের একেকটি অলৌকিক কুদরত, একেকটি চমৎকার হিকমতপূর্ণ হওয়া লতাপাতা, গাছগাছালী, ফুল ফলাদী সম্ভলীত গতিময় আন্দোলন ও তাদের খেদমত সমূহ; যা নিঃসন্দেহে এক সানিয়ে হাকিমে যুল-জালালের একজন ফাতিরে কারিমে যুল-কামালের হুকুম ও ইচ্ছার কারণে তাদের অবস্থান তুলে দেখানো এমনকি মাটির অনু পর্যন্ত ও প্রত্যেকটি একেকটি পৃথক মেশিন ও কেন্দ্র, একেকটি পৃথক ছাপাখানা, একেকটি আলাদা খাজীনা আলাদা আলাদা আকস্মিক ও সানিয়ে ফুল-জালালের নাম সমূহের ঘোষণা প্রদানকারী একেকটি পৃথক ঘোষণাপত্র এবং মহান মালিকের পরিপূর্ণতাকে উল্লেখ্যকারী একেকটি সঙ্গীতের হুকুমে আওতাভূক্ত হওয়া ঐ বীজ সমূহের, ঐ ফুল সমূহের শস্য সমূহের, বৃক্ষ সমূহে ফুটন্ত ও মাধ্যম হওয়ার কারণ সমূহ হওয়াটা কেবল কুন-ফা-ইয়াকুনের মালিক, যার নিয়ন্ত্রণে সবকিছু নিয়ন্ত্রীত এমন মাহান শিল্পি এর হুকুমের দ্বারা ও অনুমতির দ্বারা, ইচ্ছার দ্বারা, পরাক্রমশালী ক্ষমতার দ্বারা হাওয়াটা নিঃসন্দেহে দুই পূরণ দুই এর ফল চার এর ন্যায় অকাট্য সত্য। আমরা অবশ্যই বিশ্বাস করি।

দ্বিতীয় প্রসঙ্গঃ অনু সমূহের গতি সঞ্চারের তাৎপর্য ও হিকমত সমূহের ছোট্ট একটি ইঙ্গিত এখন আলোচনা করব। হ্যাঁ, এই অনুসমূহের গতিময়তা বুদ্ধিজীবিদের চক্ষুকে নিশ্চুপ করে দিয়েছে। প্রাকৃতিবাদীদের অপদার্থ কৌশল সমূহের তরে, মন্দ পুষ্টতার ভিত্তিস্থর স্থাপনকারী দর্শনবিদদের দৃষ্টিকোণ অনাকাংখিত পন্থায় সংশ্লিষ্ট হওয়া অনু সমূহে অবস্থান সমূহ, সকল নীতিমালাকে ভিত্তিমূল পন্থার অবস্থান রেখে মহান এলাহীর শিল্পকর্মকে আসলভীত্তি স্বরুপ প্রমাণ উপস্থাপন করে দাড়িয়ে আছে। সীমাহীন হিকমত সমূহকে সুনির্দিষ্ট একচেটিয়া শিল্পের প্রতি, হিকমাহীন, অর্থহীন, জগাখিচুড়ী এক বস্তুর ও বিষয়ের ক্ষেত্রে সম্বোধন করা সমূহকে, এলাহীর হিকমত সমূহ সামনে নিয়ে এসেছে যে, যতই বুজ-বুদ্ধিহীন ব্যক্তি হোক না কেন অল্প চেতনা দক্ষতা থাকলে সে বুঝতে ভূল করার কথা নয়। কোরআনে হিকমতকে দৃষ্টিশক্তির দৃষ্টিকোনে অনু সমূহের গতি

সঞ্চারের অসংখ্য উদ্দেশ্য সমূহ, হিকমত সমূহ এবং এই বিন্দু সমূহের অসংখ্য দায়িত্বশীলতা বিদ্যমান রয়েছে। وَ اِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ (কোন কিছুই নেই যা তার প্রসংশা ও গুনগানে লিপ্ত নহে)। এই আয়াতের ন্যায় অসংখ্য নিদর্শাবলীর সাথে অনু সমূহের হিকমত সমূহ ও তাদের দায়িত্ব কর্মশীলতাকে ইঙ্গিত প্রদান করে। নমুনা হিসেবে কয়েকটি নিম্নে ইশারা দিচ্ছি।

প্রথমটিঃ জনাবে ওয়াজিবুল-উজুদের তজল্লী সমূহকে নবায়ন এবং সতেজ করার জন্যে প্রত্যেক রুহকে একটি মডেল হিসেবে সুশোভিত করে, প্রত্যেক বছর কুদরতের অলৌকিকতা থেকে সজীব সতেজ এক একটি দেহ পরিধান করতে এবং প্রত্যেক একক কিতাবকে পৃথক পৃথক হাজার খানিক ভিন্নমূখী কিতাবে, হিকমতের সাথে ছাপিয়ে এবং কেবল একটি মাত্র হাক্বিক্বাতকে ব্যতিক্রমী আকৃতিতে প্রদর্শন করে, এমনকি বিশ্ব ভ্রম্মান্ডসমূহের এবং গ্রহ সমূহের এবং সৃষ্ট সকল সৃষ্টিকুলের দলে দলে পিছনে পিছনে তাদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে স্থান ব্যবস্থাপনা করে এবং ক্ষেত্রস্থল প্রস্তুত করানোর জন্যে মহান রবের ক্ষমতার দ্বারা তিনি অনু সমূহকে সঞ্চারণ এবং দায়িত্বে কর্মরত করে রেখেছেন।

দ্বিতীয়টিঃ- মালিকুল-মুলক-যুল-জালাল; এই দুনিয়াকে, বিশেষ করে এই ভূ-পৃষ্টকে বাগান সাদৃশ এক রাজ্যের ন্যায় সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ প্রতিপালনের তরে, সতেজ উপাদান প্রদানে উপযুক্ত এক আকৃতিতে এই দুনিয়াকে সাজিয়েছেন। ফলশ্রুতে, যেন সীমাহীন তার অলৌকিক ক্ষমতা এই দুনিয়াতে বপন হয়ে প্রস্ফুটিত হয়। অতএব এই জমিনের মধ্যকার এই বাগান বাড়ীতে, অনু সমূহকে অত্যান্ত নিখুঁত হিকমতের সাথে গতিময় করে সুপরিকল্পিত দফতরে কার্যকৃত করে, প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক ঋতুতে, মাসে, বরং প্রত্যেক দিনে এমনকি প্রতিঘন্টায় কুদরতী মু'জিযার ক্ষমতা থেকে এ যেন নতুন নতুন একেকটি পৃথিবীকে সু-প্রদর্শন করছে। ভূ-পৃষ্টের আদলে ভিন্নমুখী উপাদান, ব্যতিক্রমী মাখলুকাতে অবস্থান তৈরী করাচ্ছেন। অসীম রহমতের ধন-ভান্ডার থেকে সঠিক পথকে, সীমাহীন অলৌকিকতার নমুনাসমূহকে অনু বা সুক্ষ বিন্দু সমূহের সঞ্চারণের দ্বারা ভাসিয়ে তুলে রাখছেন।

তৃতীয়টিঃ- শেষ নেই এমন এলাহী নাম সমূহের ও তজল্লীর নকশা সমূহকে ফুটিয়ে তুলার সাথে, ঐ নাম সমূহের চাকচিক্যতাকে উপকারী করার ও উপস্থানের জন্যে সীমিত এক পৃথিবীতে অসীম সাজ-সজ্জিত নকশা প্রদর্শন ও দেখানো ছোট এক কাগজের পৃষ্টায় অসীম প্রভাব ও অর্থ জাগিয়ে তুলতে এমন সীমাহীন আয়াত বা নির্দশনাবলী লেখার লক্ষে মহান নাক্বাশে আযাল এই অনু সমূহকে, পরিপূর্ণতার হিকমতের সাথে সঞ্চারিত ও গতিময় করত: সুপরিকল্পিত নেজামের সাথে কর্মব্যস্থ করে রেখেছেন। হাঁ, বিগত বছরের এই দুনিয়াতে প্রদানকৃত উপাদান সমূহের সাথে চলিত বছরের উপদানাবলীর তাৎপর্য সমূহ এক হুকুমের আওতাভুক্ত। কিন্তু এগুলোর অর্থ সমূহ পৃথক পৃথক। সুনির্দিষ্ট নিয়োগের বিবেচনার পরিবর্তনের সাথে এই অর্থ বুঝা-পাড়াতেও পরিবর্তন আসে এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সুনির্দিষ্ট নিয়োগ পদ্ধতির বিবেচনা এবং সময় সাপেক্ষে নির্দিষ্ট করণ তা, পরিবর্তন হওয়া সমূহের দৃষ্টিকোণ এবং বাহ্যিকভাবে অস্থায়ী বা সাধারণ দেখতে লাগলেও এগুলোর সুন্দর সু-কাঠামোগত অর্থ সমূহকে নিয়ন্ত্রণ করত: সুপ্রতিষ্ঠিত এবং স্থায়ী অবস্থানে স্বাক্ষরকারী। যেমন এই গাছের গত গ্রীষ্মের পাতা ও ফুল ও ফল সমূহের ন্যায় প্রাণ একই না হওয়ার পাশাপাশি এই চলিত গ্রীষ্মের সাদৃশ পাতা, ফুল, ফলের হাকিকাতের দৃষ্টিতে সাদৃশ্যপূর্ণ। তবে পার্থক্যটা হল সময়ের নির্দিষ্টতার প্রেক্ষিতে বিদ্যমান। কিন্তু ঐ বিবেচিত নির্দিষ্টকরণ সমূহ, সর্বক্ষণ আল্লাহর তজল্লী সমূহকে সতেজ করার ক্ষেত্রে হওয়া এলাহীর নাম সমূহের ইচছা ক্ষমতার অর্থ সমূহের অবস্থান উপস্থাপনের জন্যে চলিত গ্রীষ্মের বৃক্ষের পাতা ফলফুল সমহূ, পৃথক এক পন্থায় সুনির্দিষ্টতার বিবেচনায় আগের বৃক্ষ শাখার স্থলে নতুনরা এসেছে এভাবে ও মহান রব অনুদের র্কম্যবস্থ করে রেখেছেন।

চতুর্থটিঃ অসীম আলোকচিত্র দুনিয়ার ন্যায় আরও বেশী প্রশস্থ আলমে মালাকুত অন্যান্য পরকালীন দুনিয়াকে একেকটি উপাদানে অলঙ্কৃত অথবা আবশ্যকীয় বস্তুসমূহের ন্যায় এগুলোর প্রতি উপযোগী বস্তু সমূহ প্রতিস্থাপনের লক্ষে এই নশ্বর পৃথিবীতে, ভূ-পৃষ্ঠের ভান্ডারে এবং এর বাগিচাতে হাকিমে যুল-জালাল অনু সমূহকে সঞ্চারিত করত: তামাম কায়েনাতকে প্রবাহিত করে এমনকি অস্তিত্যময় সৃষ্টিকে, গ্রহ উপগ্রহে রুপান্তরিত করে; আমাদের এই ছোট্ট ভূ-পৃষ্ঠে ঐ অতি বড় মানের জগৎ কে অত্যান্ত অসংখ্য আধ্যাত্মিক উপাদান গতিময় করে প্রতিস্থাপন করছেন। সীমাহীন কুদরতের খাজীনা থেকে সীমাহীন এক বন্যার স্থাপন করে যেন দুনিয়া থেকে প্রবাহিত করিয়ে অদৃশ্য জগতে এবং এক অংশকে পরকালীন জগতে তিনি এই অনুর গতিময়তার দ্বারা টপটপ পানির ন্যায় সঞ্চয় করছেন।

পঞ্চমটি ঃ- অসীম এলাহীর পরিপূর্ণতা, সীমাহীন মহা সৌন্দর্যের উজ্জলতাকে এবং রেখাহীন আলোর তজল্লীকে এমনকি যার শেষ নেই, সেই রবের তাসবীহাতকে এই সীমিত ও নশ্বর জমীনের মধ্যে এবং অসীম ও অল্প এক সময়কালে প্রদর্শনের জন্যে অনু সমূহকে হিকমতের সর্বোচ্চ উৎকৃষ্ট পন্থায় ও ক্ষমতায় সঞ্চারিত করত: পরিপাঠি এক মহাকৌশলী পরিবেশনার দ্বারা কর্মব্যাস্থ করিয়ে, অসীম এক সময়ের প্রক্ষালে সীমিত এই ভূমিকে সীমিত তাসবিহ তা'লিলে ব্যাস্থ করে রেখেছেন। সীমাবদ্ধহীন মহা সৌন্দর্যের তজল্লী সমূহে এবং মহা উজ্জলের প্রতি ভাব ও পরিপূর্ণতাকে এভাবে প্রদর্শন করছে। অসংখ্য অদৃশ্য হাকিক্বাত সমূহের প্রতি এবং অসংখ্য পরকালীন প্রতিফলের প্রতি এমনকি নশ্বর সমূহের অবিনশ্বর হওয়া নির্দশনাবলী এবং আকার আকৃতি থেকে অসংখ্য সাদৃশ্যময় নকশাবলী এবং অতি অর্থবহুল প্রমাণ্য চিত্রের অবস্থান প্রতিস্থাপন করছে। ফলে শরিষার তুল্য অনু সমূহ যারা প্রবাহমানবানে গতিময়' তারা এই মহান মাকসাদের এই মহান হিকমত সমূহকে প্রদর্শনকারী যা এক মহা সত্ত্বা বৈ অন্য কিছু নহে। আর যদি এমনটি না হয় তাহলে এই অনু সমূহের মধ্যে সূর্যের ন্যায় সু-বিশাল মানের ক্ষমতা শক্তি যোগ্যতা পাওয়া যাওয়াটা আবশ্যকী হয়ে পড়বে, অথচ এই ক্ষুদ্র অনুতে এমন কোন ক্ষমতার গন্ধও নেই।

এই পাঁচটি উদাহরণের নমুনার ন্যায় আরও হয়তু পাঁচ হাজার হিকমতের সাথে সঞ্চারিত হওয়া শরীষাতুল্য অনু সমূহের রুপান্তর, বিবর্তন বিদ্যমান রয়েছে। কপালপুড়া ঐ দার্শনিকদের অর্থহীন ধারণা সমূহ ও যার বাস্তবতায় একটি মনোভাসনাপূর্ণ অন্যটি প্ররোক্ষ, বাহ্যিক উক্ত দুই গতির প্রভাবের মধ্যে জিকির ও তাসবীহে এলাহীর সাথে মাওলানার (জালালুদ্দিন রুমি) ঘুরপাককৃত বিশেষ জিকিরের ন্যায় জিকিরকারী এবং ঘূর্ণায়নকারী ঐ অনু সমূহ নীজ নীজ অবস্থানে মাতালের ন্যায় ঘূর্ণিত হয়ে বেহুদা ঘুরপাক খাচ্ছে, খেলছে এভাবে দার্শনিকরা মনে করচ্ছে।

সুতরাং এ থেকে স্পষ্ট বোধগম্য যে, মূলত এই দার্শনিকদের জ্ঞান আসলে জ্ঞানই নহে, বরং ইহা মুর্খতা। তাদের বিস্তৃত প্রজ্ঞা মূলত প্রজ্ঞাহীনতায় ব্যাপ্ত।(তৃত্বীয় নুকতার আলোচনায় আরও লম্বা এক হিকমতের উল্লেখ করা হবে)

দ্বিতীয় পয়েন্টঃ প্রত্যেক সুক্ষ অনুতে, মহান আল্লাহ ওয়াজিবুল উজুদের অস্তিত্যের প্রতি এবং তার একত্ববাদের প্রতি দুটি বিশুদ্ধ প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। অবশ্যই, অনু হল: মুখাপেক্ষী ও প্রাণহীনতার পাশাপাশি অনুভূতিপ্রবণতার সাথে বড় মাপের দায়িত্ব আদায় করার সাথে, বড় মাপের ভারী বোঝাকে বহন করার সাথে মহান ওয়াজিবুল-উজুদের অস্থিত্যকে অকাট্যভাবে প্রমাণ করার ন্যায়, তার গতিময়তায় বিশেষ সাধারণ নীতিমালার প্রতি সঞ্চারণের সক্ষমতা অর্জন করত: প্রত্যেক এমন প্রবেশকৃত স্থরে অনুর ক্ষেত্রে বিশেষ নিয়মনীতিকে যত্নবান হওয়ার সঙ্গে, যেখানেই অবস্থান নেয় না কেনো স্বীয় দেশের বা এরিয়ার ন্যায় বসবাস করতঃ ওয়াজিবুল-উজুদের একত্ববাদীতাকে এবং মুলক ও সম্রাজের মালিক হওয়া সত্ত্বার এককতার ব্যাপারে

সাক্ষী প্রদান করে। অর্থাৎ অনু যারই হোক না কেন পরিব্যাপ্ত তার অবস্থানের সকল স্থলই হল ঐ মহান সত্বার। তার অর্থ দাড়ায় এই অনু (কারণ বশত:) অক্ষম, সাথে তার বোঝাও সীমাহীন ভারী একইভাবে তার দায়িত্ব কর্ম ও অপরিমিত। একজন কাদিরে মুতলাক্কের নামের সাহায্যে, তার হুকুমের দ্বারা এই অনু সে যে উপস্থিত এবং সঞ্চারিত এটা জানিয়ে দেয়। এর সাথে কায়েনাতের সার্বিক নেযামের প্রেক্ষাপটকে জানে এমন এক পদ্ধতিতে যা সঞ্চারনের তৌফিক অর্জনটা এবং সর্বস্থলে বাধাহীন প্রবেশ করাটা; যা কেবল একচ্ছত্র আলমে কুদরতের ক্ষমতার দ্বারা, হিকমতের সাহায্যে সে যে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে তা প্রদর্শন করে। যেমন, কোন ব্যক্তি, সৈন্য স্কোয়াডে, পোষাকে, শিবিরে, তাবুতে, দল বদলে ইত্যাদি....... প্রত্যেকটি স্থরে একেকটি সংশ্লিষ্টতার এবং ঐ সংশ্লিষ্টতার দৃষ্টিতে একেকটি দায়িত্ব প্রবল লক্ষ হওয়াটা এবং সম্ভন্ধনের দৃষ্টি সমূহে ঐ দায়িত্ব কর্তব্যকে জানার পাশাপাশি নড়াচড়া সৈন্যকর্মে ব্যস্ত হওয়ার ক্ষমতা অর্জন করাটা সেনাবাহিনীর নীতিমালার নিয়ন্ত্রণে শিক্ষা ও দক্ষতা অর্জনের সাথে উল্লেখিত সকল স্থর সমূহকে কমান্ডকারী কেবল একজন বড় কামান্ডারের হুকুম এবং নিয়ম অনুযায়ী স্বভাবগতভাবে এমনটি প্রতিষ্ঠার রুপ পায়। একিভাবে ও প্রত্যেকটি অনু একটি অপরটির ভিতরকার ঐক্যতার মধ্যে একেকটি উপযোগী দায়িত্বকে পৃথক উপকারী একেকটি, বন্ধন আলাদা আলাদা সুপরিবেশিত একেকটি দায়িত্বকর্ম, ব্যতিক্রমী হিকমতপূর্ণ ফলাফল সমূহকে পাওয়ার ধরুন সন্দেহাতীত ঐ অনুকে ঐ ঐক্যতায় সমগ্র বন্ধন এবং দায়িত্বশীলতায় সংরক্ষণ করতঃ ফলাফল এবং হিকমতের কৌশল যেন নষ্ট না হয় ঐ ভাবে প্রতিস্থাপন করণ: সমস্ত কায়েনাত যার কুদরতী হাতের কব্জায় বেষ্টিত তার জন্য বিশেষায়িত কাজ বৈ অন্য কিছু হতে পারে না। উদাহরণ স্বরুপ তাওফিকের (ইনি রিছালেনুরের প্রথম লেখক) চোখের মনির মধ্যে আবর্তিত অনু, চোখের পাতার রুপান্তরে ও অনুভূতি তরে এবং রক্ত সেল ও লাল সেলের ন্যায় সেল সমূহের বিপরীতে ঠিক সময় উপযোগী কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়াটা এবং পার্সেন্ট হিসেবে ও পরে উল্লেখ্যযোগ্য তার দেহ কিনারে এবং এর পরে মানবের সার্বজনীন অবস্থার প্রেক্ষাপটে প্রত্যেকটির বিপরীত একেকটি সম্বন্ধ, একেকটি দায়িত্ব কর্ম, একেকটি উপকারী উপকার কামালে হিকমতের সাথে পাওয়া যাওয়াটা প্রমাণ করছে যে, তামাম এই দেহের সমস্ত অঙ্গাবলীকে প্রি-ফ্রেসকারী এক সত্তা ঐ অনুকে ঐ স্থানে স্থানান্তরিত করে প্রতিস্থাপন করতে সক্ষম। এমনকি বিশেষত রিজিকের জন্যে আগত কর্মী অনুসমূহ রিজিকের দায়িত্বে দায়িত্ববান হয়ে পরিভ্রমণকারী ঐ অনুরা ঐ পরিমাণ উপকারী এক নীতিবান হয়ে পরিভ্রমণকারী ঐ অনুরা ঐ পরিমাণ উপকারী এক নীতিবান পরিবেশনায় ও হিকমতের সাথে পরিদর্শন করছে যে, এবং এমন প্রেক্ষাপটে, স্থর সমূহে সুকৌশলী পরিন্তিত পন্থায় গত হয়ে স্বীয় কর্তব্যস্থলে প্রবেশ করছে এমনকি এমন সুক্ষ স্মৃতিময় অনুভূতিপ্লান পন্থায় দাড়িয়ে কাজ চালিয়ে মোটেও আকস্মিত না হয়ে কাজ করে করে দূর তামাম বদনের সজীবতায় চৌপন্থায় আবর্তিত হয়ে এই দেহের যে অংশটা রিজিকের মুখাপেক্ষী এবং সংশ্লিষ্টদেহের রক্তের সুক্ষ সেলের প্রতি সাহায্যকারী হয়ে বাসস্থাপনের লক্ষে রক্তের লাল সেলের ভিতরে প্রবেশ করতঃ এক মহান নিয়মের হুকুমে সাহায্যকারী তারা হয়ে কাজ করে যাচ্ছে। এর থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, ঐ অনু সমূহ হাজার হাজার ব্যতিক্রমী স্থল সমূহ থেকে অতিক্রান্ত হয়ে, হস্তান্তরিত হওয়া কোন প্রকারের সন্দেহ ছাড়া একজন রাজ্জাকে কারীম, একজন রাহিম স্রষ্টা ব্যতিত এমনটি হওয়া অসম্ভব, তার ক্ষমতার বন্ধনে আবদ্ধ অনুসমূহ যারা নক্ষত্র সমূহের ন্যায় সামনা সামনি একই ভাবে কর্মব্যবস্থায় লিপ্ত, এবং সমমানের। তার ধারাবাহিকতায় প্রত্যেকটি অনু, এমন এক শৈল্পিকলায় কাজে ব্যাস্থ যে, এতে করে হয়তুবা সমস্ত অনু বা অন্য অনুদের চোখে সংশ্লিষ্টময়; যেমন প্রত্যেকটি ও সবকটির দৃষ্টিকোণে যেমন তারা কর্তৃকারক তেমনী প্রত্যেকটি অনু ও সার্বজনীন গঠনে সবকটির সম্মুখে শাষিত, নিয়ন্ত্রিত প্রথম এক কর্ম ব্যস্ততায় তাদেরকে পাওয়ার সাথে, ঐ উৎসর্গ প্রিয় শিল্পিকলায় এবং হেকমতপূর্ণ কারুকার্যের শিল্পায়নের ক্ষমতা তাদের জানার ফলে তারা বস্তুকে পূর্ণ রুপ প্রদান করে। আর যদি অনু সমূহের ক্ষমতা আছে এমনটি মেনে

নেই এটা হাজার বার অসম্ভব ব্যাপার। নতুবা একজন প্রজ্ঞাবান শিল্পির নীতিমালার এবং তার কুদরতের কলমের থেকে প্রস্ফুটিত সঞ্চারিত এক কর্মচারী বৈ অন্য কিছু নহে এই সুক্ষ বিন্দুরা। যেমনটি উদাহরণ হিসেবে দেখি, আয়াসুফিয়া মসজিদের গুম্বুজ এর পাথরগুলোকে। যদি এই পাথররা রাজমিস্ত্রি প্রধানের নির্দেশের ও তার শিল্পকর্মের প্রতি অনুসারী না হয়; তাহলে প্রত্যেকটি পাথরকে মি'মার সিনান প্রসিদ্ধ রাজমিস্ত্রির ন্যায় সূত্রধর শিল্পের মধ্যে এক উস্তাদগীরি এবং অন্যান্য পাথর সমূহে যেমন শাসিত তেমন শাসক হওয়াটা জরুরী। অর্থাৎ প্রত্যেক পাথর একে অপরকে বলবে "আসুন সবাই ডলে না পড়া চুপ না থাকার জন্যে একে অপরের স্কন্ধে হাত বাড়াই" এভাবে বলে বলে তারা অধিকারী হওয়া জরুরী হয়ে পড়বে। একই ভাবে ও হাজার বার আয়াসুফিয়ার গুম্বজে আরও শৈল্পিক আরও উন্নত উদারতা পূর্ণ এবং কৌশলী হওয়া শিল্পকলার অনু সমূহ এই কায়েনার মহান উস্তাদের নির্দেশের আওতাধীন যদি না হয় তাহলে প্রত্যেকটি অনুর মধ্যে এই বিশ্বভ্রম্মান্ডের মহান শিল্পির গুণাবলী পরিমাণ সুউচ্চময় পূর্ণাঙ্গ গুণাবলীর অধিকারী ও তাদের মাঝে দেখা আবশ্যকীয় হয়ে পড়ে।

ফা-ইয়া-সুবহানাল্লাহ! নাস্তিক, বস্তুবাদী অস্বীকারকারী কাফিররা এক মহান ওয়াজিবুল-উজুদ আল্লাহকে গ্রহন না করার কারণে, অনু সমপরিমাণ প্রত্যাখ্যিত অনর্থক খোদা সমূহকে গ্রহণ করার পথ সমূহের দৃষ্টিতে বে-ফানা হয়ে পড়ে থাকছে। সুতরাং এই দৃষ্টিকোণে অস্বীকারকারী কাফির যত বড় দার্শনিক পন্ডিত হোক না কোনো; সীমাহীন স্থরে এক বিশাল আকারের মূর্খতার মধ্যে সে বন্দি, একজন সর্বোচ্চমানের মুর্খতার উপরে মুর্খতায় সে আবদ্ধ বৈ কিছু নহে।

তৃতীয় পয়েন্টঃ এই পয়েন্টটি হল প্রথম পয়েন্টের শেষের দিকে উল্লেখিত ষষ্টতম গভীর শিক্ষামূলক আরেক হিকমতের প্রতি ইঙ্গিত, এটা এরকম যে,

আঠাশতম কালেমার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরের মধ্যকার ব্যাখ্যার মধ্যে বলা হয়েছিল যে, অনুসমূহের রুপান্তর এবং জীবন্ত দেহাবলীতে বিন্দু সমূহের সঞ্চারণের হাজার হাজার হিকমত সমূহের থেকে একটি হিকমত ও অনুসমূহকে নূরান্নীতকারক এবং পরকালীন দুনিয়ার দালানের উপযোগী অনু সমূহ হওয়ার লক্ষে স্বজীব ও অর্থবহুল হওয়াটা জরুরী। বলাবাহুল্য প্রাণী সুলভ দেহ এবং মানবকে এমনকি তরুলতাকে; যাদের অনুশীলনীয় শিক্ষা অর্জন করার জন্যে তাদের পরে আগতদের জন্যে চলমান স্থল এক মুছাফির খানা, এক প্যারেড, একটি অফিস কক্ষের হুকুমের আওতায় যে, প্রাণহীন এই অনু সমূহ ঐখানে প্রবেশ করে এবং নুরান্নীত করে। স্বভাবসুলভ বসত: যেন এক শিক্ষা ও শিক্ষাকার্যক্রমে প্রসারিত হয়। এক কমনীয়তার সৃষ্টি করে। একেকটি দায়িত্বশীলতা দেখার সাথে চিরস্থায়ী জগতের প্রতি এবং সমগ্র অংশপূর্ণ উপাদানের সাথে প্রাণবন্ত হওয়া পরকালীন জগতে অনু হওয়ার জন্যে তারা উপযুক্ততা অর্জন করে।

প্রশ্নঃ অনু সমূহের গতিময়তা সঞ্চারণে এই হিকমতটাকে কিভাবে পাওয়া যাবে, জানা যাবে?

উত্তরঃ সমস্ত উৎপন্ন সামগ্রীর সকল সুবিন্যস্ত পরিপাটির সাথে এবং কলা কৌশলের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হওয়া কারিগরের হিকমতের মাধ্যমে এটা জানা যায়। তার কারণ হল- একেবারে সাধারণ কোন বস্তুতে সার্বজনীন হিকমত সমূহকে আবদ্ধকৃত হিকমত; যা কায়েনতের শ্রোতের মধ্যে সবচেয়ে বড় মাপের ক্রিয়া, কার্জ প্রত্যয়নকারী এবং কলাকৌশলী নকশা সমূহের প্রতি মাধ্যম হওয়া অনু সমূহের গতিময়তাকে নিরেট হেকমতবিহীন ছেড়ে দেওয়া অবান্থর। একি সাথে একেবারে ক্ষুদ্র কোন মাখলুককে, তার কার্যক্রমে বিনিময়হীন, প্রতিদানহীন, অপূর্ণাঙ্গভাবে ছেড়ে না দেওয়া হিকমতি এক কারিগরিতা, তার খাদিমদেরকে নূরবিহীন, ফায়দাহীন ছেড়ে দেওয়া অসম্ভব।

দ্বিতীয়তঃ মহান হাকিম নির্মাতা, ধাতু- উপাদানসমূহকে সঞ্চারিত করতঃ কর্মব্যস্থ করে (এদেরে একটি পূর্ণাঙ্গ বিনিময় এক আওতায়) ধাতু উৎসমূলের স্থরে উত্তীর্ণ করে এবং খনিজ ধাতুর ক্ষেত্রে বিশেষ তাসবিহ সমূহ তাদেরকে জানিয়ে দেওয়ার সাথে এবং খনি ধাতু সমূহকে বেগবান করেও তাদেরকে ব্যস্থতায় রেখে তরুলতা স্থরের জীবনের উচ্চ মাকামে স্থরান্নিত করার সাথে এবং পরে তরুলতাকে খাবার হিসেবে বিবেচিত করত: সম্প্রসারন ও ব্যাস্থকরণের দ্বারা প্রাণীজগৎকে কমনীয় স্থরে স্থরান্নিত করে তাদেরকে কৃপা করতঃ এবং প্রাণজগতের মধ্যে ব্যাস্থ অনু সম্পর্কে কর্মব্যস্থ করে রিজিকের পন্থায় মানব স্থরের উন্নীত করত ও মানব দেহের ব্যাস্থ অনুকে তরলশোধক ও পরিশ্রুত করে করে দূর তার মগজ পর্যন্ত এবং অন্তরের সবচেয়ে পাতলা ও নরম অংশস্থলে স্থর উন্নীতকৃত অবস্থান প্রদানের মাধ্যমে জানা যায় যে, অনু সমূহের গতিময়তা সারগর্ভহীন ও বিচক্ষণতাহীন নহে বরং অনু সমূহ স্বীয় উপযুক্ততার এক প্রকার পরিপূর্ণতার প্রতি তাহাকে দৌড়ানো হচ্ছে।

তৃতীয়ত ঃ প্রাণবন্ত দেহ সমূহের অনু সমূহের মধ্যকার বিচি ও বীজ সমূহের ন্যায় এক প্রকার অনু সমূহ এমন এক আধ্যাত্মিক নূরে, এক কোমল কমনীয়তায়, একটি সৌন্দর্য বৈশিষ্ট্যগুণে গুণী হয় যে,যা অন্যান্য অনু সমূহের মধ্যকার অবস্থান এক প্রকার অনু সমূহের এই স্থরে উন্নীত হওয়া সমূহ, যা ঐ বৃক্ষের জীবন স্থরের মধ্যে অসংখ্য চৌমূহী নূর এবং নিরংঙ্কুশ মোলায়েম দায়িত্ব সমূহ দেখতে পাওয়ার সাথে হওয়াটা প্রদর্শন করছে যে, এই সবকিছু মহান সানি-য়ে হাকিমের হুকুমের দ্বারা স্বভাবজাত দায়িত্ব কর্মের মধ্যে অনু সমূহের সঞ্চারণের প্রকারাদীর দৃষ্টিকোণে এদেরকে উজ্জলকারী আল্লাহর গুণীয় নামসমূহে বিবেচনায় এবং এই নাম সমূহের সম্মানের ক্ষেত্রে একেকটি আধ্যাত্মিক কমনীয়তা, একেকটি নূর, একেক উচ্চ মাকাম, একেকটি আধ্যাত্মিক শিক্ষা তারা এনেছে তা ওতপ্রোতভাবে প্রদর্শন করছে।

পরিশেষে = যেহেতু মহান সানিয়ে- হাকিম আল্লাহ সকল কিছুর জন্যে ঐ বস্তুর উপযোগী একটি পূর্ণতার নুকতা এবং এর যোগ্য এক অস্তিত্যের প্রাচুর্য প্রবাহের স্থর সমূহ নির্দিষ্ট করতঃ এবং বস্তুর প্রতি ঐ পূর্ণতার নুকতা কে সংখ্যা পরিমাপ করে প্রবাহমান হওয়ার জন্যে এক দক্ষতা প্রদান করত: এটাকে হস্তান্তর করছেন এবং সমগ্র তরুলতা ও প্রাণী জগৎ এর মধ্যে এই খোদায়ী নীতিমালা চলমান হওয়ার সাথে সাথে প্রণহীন বস্তুর মধ্যে ও এটা চলমান যে স্বভাবজাত মাটি, হীরা এর স্থরে এবং সুউচ্চ মাকামের অলংকারাদীর স্থরে এক অবস্থান উন্নীত করছেন, এমনকি এই হাকিকাতের বাস্তবাতায় সমুহান এক "রুবুবিয়াতের কানুনের" চূড়া দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

একইভাবে যেহেতু ঐ খালিকে রাহিম, বর্ধিত মহান কানুনের মধ্যে ব্যবহারকৃত প্রাণীজগতের প্রতি বিনিময় হিসেবে একেক বেতন এর ন্যায় আংশিক স্বাদ প্রদান করছেন।

আরও যেমন মৌমাছি এবং বুলবুল পাখির ন্যায়, অন্যান্য রব্বানী খাদিমদের মধ্যে ব্যবহৃত হওয়া প্রাণীসমূহকে একেক পূর্ণ ভাড়া প্রদান করা হয়। রুচি ও স্বাদের প্রতি মাধ্যমী হওয়া একেকটি অবস্থান স্থল প্রদান করছে এবং এর মধ্যে এক সুউচ্চ "কানুননে কারীম" এর শিখড় দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

এর সাথে যেহেতু সবকিছুর হাকিকাতকে, জনাবে হক্কের একটি গুণবাচক নামের তজল্লীর প্রতি লক্ষপাত করে, এই নামের সাথে সংযোজিত, ঐ নামের দর্পন স্বরুপ। তাই ঐ বস্তুটি যে পরিমাণই মহাসৌন্দর্যের কর্মব্যস্থতার প্রদর্শন করে না কেনো ঐ ক্ষমতা ঐ নামের কারণে হয়েছে; অর্থাৎ আল্লাহর ঐ নামটি ঐ রকমই চায়। আবার ঐ বস্তু ঐ অবস্থান জানুক বা নাজানুক: অর্থাৎ ঐ সুশোভিত কর্মদায়িত্বের ফল বাস্তবতার দৃষ্টিতে দাবিদার। এবং এই হাকিকাত থেকে অতি মহামহিয়ান একটি "মহাসৌন্দর্যময় কানুন এবং সৌন্দর্যতার চূড়াকে দেখতে পাওয়া যায়।

এমনকি সুমহান নিরাকার স্রষ্টা তিনি অপচয় করেন না, তিনি মন্দ কর্ম সমূহ আঞ্জাম দেন না। এমনকি শরৎ ও হেমন্ত ঋতুর দায়িত্ব শেষ হয়ে গিয়েছে, কিছুই বাকি নেই এমন সৃষ্টি সমূহের ভেঙ্গে পড়া উপাদান সমূহকে বসন্ত কালের শিল্পকর্মে ব্যবহার করছেন। শরতের উপরে বসন্তকে বস্তুর ভীত্তিস্থরে স্থরান্বিত করছেন।

কোন সন্দেহ নেই   يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ

এই বাণীর সাথে   وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِىَ الْحَيَوَانُ

উক্ত আয়াতে ইশারার মাধ্যমে এই দুনিয়ার মধ্যে বস্তুবিদ সৃষ্টি, প্রাণহীন, অনুভূতিহীন এবং মাহাত্মপূর্ণ দায়িত্ব কর্তব্য সমূহকে আঞ্জামকারী জমিনের অনুসমূহের নিঃসন্দেহে পাথর, বৃক্ষরাজী, সবকিছুতে প্রাণবন্ত এবং অনুভূতিপ্রবণ হওয়া পরকালের অনেক প্রসাদ সমূহে, ক্ষেত্রে স্থরান্বিত করা ও ব্যবহার করণটা হল হিকমতময়ী এক প্রেক্ষাপট। তার কারণ, ধ্বংশ প্রাপ্ত হওয়া দুনিয়ার অনু সমূহকে দুনিয়াতে ছেড়ে দেওয়া অথবা অদৃশ্যকৃত, নাই করে দেওয়া হল অপচয়। এবং এই হাকিকাত থেকে অত্যান্ত সূমর্যাদাবান একটি “হিকমতী কানুন” এর শিকড় দেখতে পাওয়া যায়।

আরও যেহেতু এই দুনিয়ার প্রচুর পরিমাণে নিদর্শনাবলী এবং প্ররোক্ষাবলী ও ফল সমূহ এমন কি জীন ও মানবের ন্যায় দায়িত্ববানের কৃত উৎপন্ন বস্তুসমূহ কৃতকর্মের পৃষ্টাসমূহ, রুহ সমূহ দেহ সমূহ ঐ বাজারে প্রেরণ করা হচ্ছে। বন্ধুবরণকারী ভূ-পৃষ্ঠের অনু সমূহ ও দায়িত্ব কর্তব্যের বিবেচনায় স্বীয় ক্ষেত্রে পরিপূর্ণতা পাওয়ার পর, অর্থাৎ জীবনের আলোক রশ্মিময় নূরে অসংখ্যবার খেদমত ও আত্মপ্রকাশের স্থল হওয়ার পর এবং তাসবিহাতের জীবনের মাধ্যম হওয়ার পর এই ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়া উপযোগী দুনিয়ার হ্রস্বীকরণের মধ্যে এই অনু সমূহ ও পরকালের জগতের রাজ প্রাসাদে, স্থরান্বিত হওয়াটা সুবিচারের প্রেক্ষাপট ও হিকমত বৈ অন্য কিছু নহে। এই হাকিকাতের মধ্যে অতি সুউজ্জল এক “সুবিচারের কানুন” এর চুড়া দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

এরই সাথে যেহেতু রুহ দেহের শাসক হওয়ার ন্যায়, নিস্প্রাণ উপাদান সমূহের মধ্যে ও ভাগ্যের লিখিত সৃষ্টি প্রবাহমান হওয়ার নির্দেশনা সমূহ, যা ঐ পঞ্চইন্দ্রিয় বিধানবলীতে সর্বোপরী পরিচালক এক শাসক হবে। আর ঐ পঞ্চইন্দ্রিয় উপাদানসমূহ, যা ভাগ্যের প্ররোক্ষ লেখার বিবেচনায় তারা স্থল ও নিয়ম নীতি আনতে গ্রহণ করতে সক্ষম। যেমন ডিম সমূহের ভিন্নমুখী প্রকারাদীতে এবং বীজের রকমাদিতে ও বীজ সমূহের শ্রেণীবিন্যাসে এমনকি বিচি সমূহের রকমাদীতে ভাগ্যের লিখিত পৃথক পৃথক সঞ্চারক নির্দেশনাবলীর দৃষ্টিপাতে আলাদা আলাদা মাকাম ও নূরের অধিকারী তারা হচ্ছে। এমন কি ঐ উপাদানমুখী সামগ্রীক বিবেচনায় এগুলোর তাৎপর্য সমূহ (**ব্যাখ্যা:** হাঁ এগুলো সবকটি চারটি উপাদানের মধ্যে মিশ্রগঠিত, সংযোজিতঃ হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নিট্রোজেন, কার্বন এর ন্যায় উপাদান সমূহ থেকে এগুলোর রুপ অর্জন করছে। ভীত্তিমূল হিসেবে উপাদানকে এক গণনা করে হিসেবে আনা সম্ভব তবে তাদের পার্থক্য কেবল ভাগ্যের নীতি পন্থার অদৃশ্যমান ঐ লেখনীতে বিদ্যমান।)

যে এক হুকুমের আওতাভূক্ত হওয়া ঐ উপাদানসমূহ, সীমাহীন ব্যতীক্রমী সৃষ্টি জীবের, সৃষ্টিকুলের প্রারম্ভিকা তারা হতে পারছে। তারা পৃথক পৃথক উপলক্ষের অধিকারী হতে পারতেছে। নিশ্চই কর্মব্যস্থ জীবনে এবং জীবনের রাব্বানী তাসবিহ সমূহের মধ্যে বেশ কয়েকবার যদি একটি অনুকে পেয়েও যায় এবং স্বীয় কর্মে খেদমত করেও তবুও ঐ অনু এর আধ্যাত্মিক বা প্ররোক্ষ ভবিষ্যৎ বাণীতে ঐ অর্থ বা বুঝা পড়ার হিকমত সমূহকে, কোন কিছুতেই হারিয়ে না যাওয়া সেই ভাগ্যের কলমের দ্বারা রেজিষ্ট্রিশন করাটা যা ইলমের বেষ্টিত

এক প্রেক্ষাপট হিসেবে বিবেচিত হবে। আর এরই মধ্যে অতি সমুন্নত এক "ইলমে মুহীতের কানুন" এর শিখড় এর ছোঁয়া পাওয়া যায়।

অত:এব যেহেতু অনু সমূহের মৌলিক বাস্তবতা এমন তাই এদের অবস্থান নিঃশব্দেহে অনর্থক নহে। (ব্যাখ্যাঃ এই উত্তরটা সাতটি "উপাদান' এমন উপাদানীয় বাক্য সমূহকে দৃষ্টিপাত করে)।

সারমর্মঃ আলোচ্য আলোচনা গত হওয়া সাতটি কানুন, অর্থাৎ প্রতিপালনের কানুন, দয়া প্রবণতার কানুন, মহাসৌন্দর্যের কানুন, রহমতের কানুন, হিকমতের কানুন, সুবিচারের কানুন, ইলমের সুবেষ্ঠিত কানুন এর ন্যায় অসংখ্য মহিমান্বিত কানুন সমূহের প্রতি লক্ষপাতকারী চুড়া সমূহকে এদের পিছনকার একেকটি ইসমে আযাম এবং ইসমে আযামের তজল্লীয়ে আযামকে স্পষ্টত: প্রদর্শন করছে। এমনকি ঐ তজল্লী সমূহ থেকে বুঝা যায় যে, অন্যান্য সৃষ্টিকুলের ন্যায় এই দুনিয়ার অনু সমূহের গতিবেগ ও অত্যান্ত সুউচ্চ হিকমত সমূহের জন্যে ভাগ্যের রেখার সীমানার উপর দিয়ে কুদরতের প্রদানকৃত নির্দেশাবলীর প্রতি অনুভূতি প্রবণ এক ইলমী নীতিমালার দ্বারা ঘুরপাক খাচ্ছে। অন্য আরও এক উচ্চমানের জগতে যাবার জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছে। (**ব্যাখ্যাঃ** কারণ হল স্পষ্টত দেখার ন্যায় অতি সাহসিকতার সাথে এক কার্যক্রমের দ্বারা এই অন্ধকার দুনিয়াতে ও নিচু এই দুনিয়াতে অতি বেশী সংখ্যায় জীবনের আলোকে বিস্তার করণ এবং উজ্জলিত করা এমনকি সর্বনিম্ন তুচ্ছ বস্তু উপাদান সমূহে এবং নষ্ট হয়ে গেছে এমন দেহ সমূহে অধিক পরিমাণে সতেজ এক নূরানী জীবনে নূরান্নিত করা, যা এ নিম্নোক্ত তুচ্ছ উপাদান সমূহে নূরানী হায়াতকে কমনীয়ময় করতে আলোকিত করতে পরিষ্কারভাবে ইঙ্গিত প্রদান করছে যে, অতিমাত্রায় কোমল, উচ্চতর, পরিচ্ছন্ন, জীবন যাপনী অন্য এক দুনিয়ার বিবেচনায় এই তুচ্ছ, নিম্নমুখী, নিষ্প্রাণ দুনিয়া; যা অনু সমূহের সঞ্চারনের দ্বারা জীবন বাতির নূরের সাথে উজ্জলতর করছে, দাবীভূত করছে, সজ্জিত করছে। অথচ সুন্দর এক জগতে যাবার জন্যে, সুশোভিত করছে। অত:এব মানবের হাশরের অবস্থানের বুদ্ধি ক্ষমতায় বেষ্টিত না হওয়ার ব্যাপারে পাতলা মগজের ব্যক্তিরা, কোরআনের নূরের দ্বারা যদি পর্যবেক্ষণ করে তাহলে দেখবে যে, সমস্ত অনু নামীয় তীক্ষ্ণ ক্ষুদ্রাতীক্ষুদ্র বিন্দু সমূহ এক সৈনিকের ন্যায় একত্রিত হওয়ার সমতুল্য পরিবেষ্টিত এক "কানুনে কাইয়্যুমিয়াত" (চিরঞ্জীবতার নীতিমালা) দেখতে পাওয়া যায়। যা প্রত্যক্ষভাবে পরিচালনা হচ্ছে।

আর বাস্তবতা এমন হওয়াতে প্রাণপূর্ণ, সজিব দেহসমূহ, ঐ গতিবান ভ্রমণকারী অনু সমূহ যতসাপেক্ষ একেকটি চিঠি, একেকটি সৈন্যের প্যারেড, একেক অনুশীলনীয় মুসাফির খানার হুকুমে আওতাভুক্ত। এবং এমন হওয়াটাকে এক চিরসত্য উপলব্ধির আওতাভুক্ত।

উপসংহারঃ প্রথম বাণীতে উল্লেখ করার ও প্রমাণ করার ন্যায়: সকল সৃষ্টি "বিছমিল্লাহ বলে"। সুতরাং সমস্ত সৃষ্টিকুলের ন্যায় প্রত্যেকটি অনু এবং অনু সমূহের প্রত্যেক শ্রেণী এবং বিশেষ কর্মে ব্যস্ত প্রত্যেক দল, উপস্থিত ভাষায় "বিছমিল্লাহ বলে" কর্মব্যস্থতা চালিয়ে যায়। হাঁ, গত হওয়া এই রিসালাতে তিনটি নুকতার তাৎপর্যের সাথে, প্রত্যেক সকল অনু তার সঞ্চারণের শুরুতে উপস্থিৎ ভাষায় بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ বলে। অর্থাৎ আমি আল্লাহর নামে, তার হিসাবের ধারাবাহিকতায়, তার অনুমতিতে তার ক্ষমতায় নড়াচড়া করছি। পরবর্তীতে নড়াচড়ার ফলে প্রত্যেক সকল শিল্পের ন্যায় প্রত্যেক অনু, প্রত্যেক শ্রেণী উপস্থিৎ ভাষায় اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ বলে যে, যা একটি প্রশংসা গীতির হুকুমে হওয়া কসিদা শিল্পায়িত এক মাখলুকের আকৃতি, নকশায়, কুদরতের ছোট্ট এক কলমে নিজের চুড়ার আওতায় স্বীয় অবস্থান প্রদর্শন করে। এমনকি প্রত্যেকটি, আধ্যাত্মিক রাব্বানী, মহা মর্যাদাময়, অসীম মস্তকী এক ফটোর একেকটি সিরকা ও তেলের উপচার এর হুকুমের আওতাধীন হওয়া

শিল্পের উপরে ঘুরপাককৃত এবং রাব্বানী প্রশংসার গজলের সাথে ঐ শিল্পকে যিনি কথা বলান এবং এলাহীর তাসবিহ সমূহের নাসীদের উপস্থাপনকারী একেকটি ইঞ্জেকশন এর আকৃতিতে যারা নিজেদেরকে উপস্থাপন করত প্রদর্শন করছে। রেফঃ সোজলার ৫৩৫

دَعْوٰيهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَ اٰخِرُ دَعْوٰيهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَكُونُ لَكَ رِضَاءً وَ لِحَقِّهِ اَدَاءً وَ عَلٰى اٰلِهِ وَ صَحْبِهِ وَ اِخْوَانِهِ وَ سَلِّمْ وَسَلِّمْنَا وَ سَلِّمْ دِينَنَا اٰمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ